পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই
অতএব তোমরা সেই মহ
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্ট
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না

—হযরত
মসীহ(মওউদ আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা
১৬ই আশ্বিন ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ২২শে জেলহজ্ব ১৪০৩ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ | ৩৭শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৮ম পারা, ২০শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'হজ্ব ও ইহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৫
* হৃদয়গ্রাহী ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
* অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে হুজুরের ঐতিহাসিক ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব মকবুল আহমদ খান	১৩
* 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' (কবিতা) :	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৯
* তালিমুল কুরআনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব :	সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন, বাঃ আঃ আঃ	৩০
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ :	৩১
* দূরপ্রাচ্যে খলিফাতুল মসীহ রাবে' :	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
* বিভিন্ন মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা :	ন্যাশনাল মোতামাদ	
* লাজনার বিভাগীয় বার্ষিক ইজতেমা :	জেঃ সেক্রেটারী বাঃ লাজনা, ইমাউল্লাহ্	

দোওয়ার আবেদন

আমার একটি মেয়ে মোছাঃ শাহনাজ বেগম বনগ্রাম প্রাইমারী স্কুল হইতে গত ১৯৮২ সনের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া তৃতীয় গ্রেডে বৃত্তি পাইয়াছে।

গত ২৬-৮-৮৩ তারিখে আল্লাহতায়ালা আমাকে একটি মেয়ে সন্তান দান করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট উভয় মেয়ের ভবিষ্যৎ দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন জানাইতেছি। খাকসার— মোঃ আবদুল জব্বার, নাযেমে সানয়াত ও তেজারত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং : ১৩ই আশ্বিন ১৩৯০ বাংলা : ৩০শে তবুক ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **২০শ রুকু**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫৬। এবং ইহা (অর্থাৎ কুরআন) এমন কিতাব যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি (এবং ইহা) বরকতপূর্ণ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

১৫৭। পাছে তোমরা (কোনদিন) এই কথা বল যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই জমাআতের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গাফিল ছিলাম।

১৫৮। অথবা ইহা বল যে, যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের চেয়ে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম, সেইজন্য তোমাদের নিকট তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে, অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে এবং উহা হইতে সরিয়া যায়, আমরা অচিরেই ঐ সকল লোককে, যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে সরিয়া থাকে তাহাদের সরিয়া থাকার জন্য কষ্টদায়ক আযাব দিব।

১৫৯। তাহারা শুধু ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের নিকট ফেরেস্তাগণ আসুক অথবা তোমার রব্ব স্বয়ং আসুন অথবা তোমার রব্বের নিদর্শনাবলী হইতে কতক আসুক ; যেদিন তোমার রব্বের কতক নিদর্শন আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই, অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ হাসিল করে নাই তাহার ঈমান তাহার

কোন ফায়দায় আসিবে না। তুমি বল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।

১৬০। যাহারা নিজেদের দীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই; তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে আছে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে খবর দিবেন।

১৬১। যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, তাহার জন্য উহার দশগুণ হক (অর্থাৎ ফল) আছে, এবং যে মন্দ কাজ করে তাহাকে কেবল উহার অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহার উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

১৬২। তুমি (তাহাদিগকে) বল, নিশ্চয় আমার রব্ব আমাকে সরল পথে পরিচালিত করিয়াছেন, এমন দীনের দিকে যাহা বক্রতামুক্ত অর্থাৎ একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দীনের দিকে যিনি মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৬৩। বল, আমার নামায, আমার কুরবানী আমার জীবন এবং আমার মরণ (সকলই) আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের রব্ব।

১৬৪। (এবং) তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি ফরমাবরদারগণের মধ্যে সর্ব প্রথম।

১৬৫। বল, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব্ব খুঁজিব? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর রব্ব, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জন করে উহার অকল্যাণ তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহণ করিবে না, অতঃপর তোমাদের রব্বের দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয় সম্বন্ধে জানাইবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে।

১৬৬। এবং তিনিই সেই সত্বা যিনি তোমাদিগকে দুনিয়াতে (পূর্ববর্তীদের) উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন এবং তিনি তোমাদের কতককে কতকের উপর এইজন্য মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন উহাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন; নিশ্চয় তোমাদের রব্ব শাস্তি দানে ত্বরিত এবং তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বারবার রহমকারী।

('তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ২৯) —**হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)**

হাদিস শরীফ

হজ্জ ও ইহার গুরুত্ব

১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক ভাষণে ইরশাদ ফরমাইলেন : হে মানব সকল, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিলেন : হে রসুলুল্লাহ! প্রতি বৎসরই কি হজ্ব জরুরী? তিনি (সাঃ) চুপ রহিলেন। সে তিন বার প্রশ্ন করিল। তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'যদি হাঁ বলিতাম, তবে প্রত্যেকের উপর প্রতি বৎসর হজ্ব ফরয হইয়া পড়িত। তোমাদের এইরূপ করিবার শক্তি নাই। অতঃপর বলিলেন : যে পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া রাখিবে। নিষ্প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার লালসা করিও না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাহাদের নবীগণকে অনেক প্রশ্ন করিত। তারপর তাঁহারা যে সব কথা শিক্ষা দিতেন, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ধ্বংসের গহ্বরে যাইয়া পতিত হইত। যখন আমি নিজে নিজে তোমাদিগকে কোনো আদেশ দেই, তখন সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিবে। কোন জিনিস হইতে বারণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিবে।" ['মুসলিম; কেতাবুল্ হজ্ব ৫৯৪ পৃঃ]

২। হযরত আবেস বিন্ রাবিয়াহ্ বলেন যে তিনি হযরত উমর রাযি আল্লাহু অনহুকে দেখিয়াছেন যে, তিনি হাজরে-আস্ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর)-কে চুম্বন করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছিলেন : আমি জানি তুমি একটি প্রস্তর মাত্র—উপকারও করিতে পার না, অপকারও করিতে পার না। যদি আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তোমায় চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তবে আমি চুম্বন করিতাম না।"

কুরবানী ও ইহার গুরুত্ব

১। হযরত উম্মে-সাল্মাহ রাযি আল্লাহুতায়ালা আন্হা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কুরবানী করিবার ইরাদা রাখে সে ব্যক্তি জিল্ হজ্বের চন্দ্রোদয় হইতে কুরবানীর জন্তু জবেহ করা পর্যন্ত তাহার চুল কাটিবে না।"
(মুস্লিম; কেতাবুল্ আয্হিয়া, ২-১:২৬৫ পৃঃ)

২। হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন : আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমি ঈদুল-আয্হার নামায পড়িলাম। অতঃপর হুজুর (সাঃ)-এর নিকট একটি মেষ আনা হইল। তিনি (সাঃ) উহাকে জবাই করিলেন। জবাই করিবার সময় তিনি (সাঃ) বলিয়াছিলেন : "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার... ... ..."
আল্লাহর নামের সাথে। আল্লাহতায়ালা সব চেয়ে বড়। খোদা আমার, এই কুরবানী আমার তরফ হইতে এবং উম্মতের ঐ সব লোকের তরফ হইতে কবুল করুন, যাহারা কুরবানী করিতে পারে না।"
('তিরমিযি; কেতাবুল্-আয্হিয়া; ১:৮৩ পৃঃ)

যাকাত ও উহার গুরুত্ব

১। হযরত উমর বিন্‌ জোয়াইব রাযিআল্লাহু আনহু, তাঁহার পিতামহের মধ্যবর্তিতায় রেওয়ায়েত করেন যে, এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসিয়াছিল। তাহার কন্যা স্বর্ণের ভারী কঙ্কন পরিহিত ছিল। হুজুর (সাঃ) ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: ইহার যাকাত দাও কি? সে বলিল, না। তিনি (সাঃ) বলিলেন: "তুমি কি পছন্দ কর যে আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের কঙ্কন পরান?" ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার মেয়ের হাত হইতে কঙ্কন খুলিয়া ফেলিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া নিবেদন করিল: "ইহা আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার রসুলের জন্য। যেখানে চান, আপনি (সাঃ) খরচ করুন।"

('আবু দাউদ, কেতাবুয্‌-যাকাত, বাবুল্‌-কান্‌যুম্‌ হুয়া ওয়া যাকাতুল্‌ হুলি; ২১৮ পৃঃ)

২। হযরত আবদুর রহমান বিন্‌ সায়েদ আস্‌সায়েদী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে, যাহার নাম ছিল ইব্‌নুল্‌ লুংবিয়াহ্‌, যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মুহাস্‌সিল নিযুক্ত করিলেন। যখন সে যাকাত উসল করিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে বলিল, "এই আপনার উপহাররূপে, এই আমি পাইয়াছি!" ইহাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়াইলেন। আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও সানা করিলেন। অতঃপর ফরমাইলেন: "দেখ, আমি তোমাদের কাহাকেও এরূপ একটি কাজ সপোর্দ করি, যাহা আল্লাহতায়ালা আমার তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন। অতঃপর, যখন সে ঐ কাজ সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন সে বলিল যে 'এই আপনার এবং এই আমি উপহার পাইয়াছি'। যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে তবে কেন সে তাহার মাতা-পিতার গৃহে বসিয়া থাকে নাই? আর উপহার-উপঢৌকন তাহার নিকট আসিতে থাকিত! খোদার কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হক্‌ ছাড়া গ্রহণ করিবে সে কিয়ামতের দিন তাহা বহণ পূর্বক খোদাতায়ালার সম্মুখে হাজির হইবে। আমি যেন সেখানে না দেখি, তোমাদের কেহ আল্লাহতায়ালার সম্মুখে উপস্থিত এবং উট বহণ করিতেছে এবং উহা রব করিতেছে! গাভী বহণ করিতেছে এবং উহা হাম্বা হাম্বা করিতেছে। ছাগ বহণ করিতেছে এবং উহা ভেঁ ভেঁ করিতেছে।" অতঃপর তিনি (সাঃ) এত উর্ধে হাত উঠাইলেন যে, তাঁহার (সাঃ) বাহুমূলের শ্বেতাংশ দেখা যাইতেছিল এবং বলিলেন: "আল্লাহ! আমি তোমার বার্তা হুবহু পেঁাছাইয়া দিলাম'।"

('মুসলিম; কেতাবুল্‌ উমরাহ বাবু তাহরীমেল হাদইয়েল উম্মালে, পৃঃ ২-১ঃ ১৯৮)

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ:—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আমি আল্লাহর প্রেরিত সংস্কারক; বিদা'তী নহি। মায়াযাল্লাহ আমি কোনও বেদা'ত বিস্তারের জন্য আসি নাই বরং ইসলামের নির্ভেজাল ও উজ্জ্বল সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই ঐশী ওয়াদানুযায়ী আসিয়াছি।

"খোদাতায়ালা উত্তমরূপে জানেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি উত্তম সাক্ষী যে, যে জিনিসটি আমাকে তাঁহার পথে সর্ব প্রথম প্রদান করা হইয়াছে তাহা হইল নির্মল ও সুস্থ হৃদয় (কল্‌বে সলীম), অর্থাৎ এইরূপ হৃদয়, যাহার প্রকৃত সম্পর্ক ও সাক্ষাৎ আকর্ষণ মহামহীয়ান আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কিছুর সহিত ছিল না। আমি কোন এক সময়ে যুবক ছিলাম; এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি আমার জীবনের কোনও অংশে বা পর্যায়েও খোদাতায়ালা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক বিদ্যমান পাই নাই ..... এবং এই ঐশী প্রেম-শিখার কারণেই আমি কখনও এরূপ ধর্মে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, যাহার আকায়েদ (মৌল-বিশ্বাস ও নীতিমালা) খোদাতায়লার আজমত (মহত্ব) এবং তওহীদ (একত্ব)-এর পরিপন্থি কিংবা উহার মর্যাদাহানিকর ও কোন প্রকার অবমাননার জের টানে। এ কারণেই খ্রীষ্ট-ধর্ম আমার পছন্দ হয় নাই।.....তেমনিভাবে হিন্দু-ধর্ম, যাহার একটি শাখা হইল আর্যসমাজী ধর্মমত, উহা সত্যের সকল স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্খলিত।...হাঁ, সেই মুবারক ধর্ম যাহার নাম ইসলাম, উহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানুষকে খোদাতায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। ইহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানব-প্রকৃতির সকল চাহিদাকে পূরণ করে।.....ইসলামের খোদা কাহারও উপর তাঁহার ফয়েয ও কল্যাণের দুয়ার রুদ্ধ করেন না বরং দুই হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া আহ্বান জানাইতেছেন যে আমার দিকে আইস।...আমার পক্ষে এই নেয়ামত (ঐশী অনুগ্রহ) প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না যদি না আমি আমার সৈয়দ ও মৌলা (প্রভু ও নেতা) ফখরুল আম্বিয়া (নবীগণের গৌরব) খাইরুল বাশার (শ্রেষ্ঠ মানব) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসারী না হইতাম। সুতরাং আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি তাহা একমাত্র তাঁহারই অনুসরণে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমি যথার্থ ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি যে কোন মানুষ এই মহিমান্বিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়রবী ও অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না এবং পূর্ণ

জ্ঞানতত্ত্ব হইতে অংশলাভে সক্ষম হয় না।" ('হকীকাতুল-ওহী, পৃঃ ৫৭-৬২)

"আমি সেই যাবতীয় বিষয়ের উপর ঈমান রাখি, যাহা কুরআন ও সহী হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে।.........আমি একজন মুসলমান—

ايها المسلمون انا منكم و امامكم بامر الله تعالى

অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরই মধ্যকার একজন এবং তোমাদের মধ্য হইতেই আল্লাহতায়ালার আদেশে তোমাদের ইমাম হইয়া আসিয়াছি। সার-কথা ইহাই যে, আমি আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত; তাঁহারই আদিষ্ট। তথাপি মুসলমানগণের মধ্য হইতে আমি একজন মুসলমান, যে চৌদ্দ শতাব্দীর হিজরীর মাথায় মরীয়ম পুত্র মসীহের গুণে ও রঙে রঙীন হইয়া দ্বীনের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হিসাবে আসমান-জমীনের মহাপ্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি মিথ্যা দাবীকারক নহি— وقد خاب من افترى অর্থাৎ "মিথ্যা দাবীকারক নিশ্চয় অকৃতকার্য হইয়া থাকে।" (সুরা তোয়াহা, ১৩ রুকু)

খোদাতায়ালা দুনিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং উহাকে আঁধারে নিমজ্জিত দেখিলেন। তাই তিনি বান্দাগণের কল্যাণার্থে তাঁহার এই অধম বান্দাকে নির্বাচন পূর্বক মনোনীত করিলেন। তোমরা কি ইহাতে আশ্চার্য বোধ কর যে, ওয়াদানুযায়ী তিনি (চতুর্দশ) শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) প্রেরণ করিলেন এবং যে নবীর রঙে তিনি ইচ্ছা করিলেন, তাহারই রংগে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন? ইহা কি জরুরী ছিল না যে, সত্য সংবাদদাতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইত? হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি আল্লাহর প্রেরিত সংস্কারক, বেদা'তী নহি এবং মায়াযাল্লাহ, আমি কোন বেদা'ত বিস্তারের জন্য আসি নাই, বরং দীপ্তিমান সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই আসিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়ে, যাহার ভিত্তি ও স্বাক্ষর কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান নাই, বরং যাহা উহাদের বিরোধী, আমার দৃষ্টিতে উহাই ধর্মচ্যুতি ও বে-ঈমানী। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকই হইয়া থাকে যাহারা কালামে-ইলাহীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিত এবং ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী উপলব্ধি করিতে পারিত। আমি দ্বীনে-ইসলামে কোন কিছুই কম বা বেশী করি নাই। আমার দ্বীন তাহাই, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরও দ্বীন এবং সেই মহামহিমান্বিত রসুলই আমার নেতা ও পথ-প্রদর্শক, যিনি তোমাদেরও নেতা ও পথ-প্রদর্শক। সেই কোরআন করীমই আমার পথনির্দশক ও আমার প্রিয়বস্তু এবং আমার শরীয়ত-বিধান, যাহা মানিয়া চলা তোমাদের জন্যও বাধ্যকর।"

(তবলীগে রেসালত, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১)

অনুবাদঃ মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**, সদর মুরুব্বী

তোমরা চতুর্দিকেই আমার সত্যতার নিদর্শনাবলী দেখিতে পাইবে। এই অধমকেম সীহ্‌র নাম দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। যাহাতে ক্রুশীয় মতবাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

"এই অধমের সহিত অন্যান্য বুজুর্গ নের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছাড়া, যাহা বারাহীনে আহমদীয়া নামক গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর চরিত্রের সঙ্গেও এক বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই চরিত্রগত সাদৃশ্য হেতুই এই অধমকে মসী.হর নাম দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদ ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

সুতরাং আমি ক্রুশ ভাঙ্গিবার এবং শুকর বধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আমি আকাশ হইতে সেই সকল পবিত্র ফেরেস্তাসহ অবতীর্ণ হইয়াছি, যাহারা আমার দক্ষিণ ও বামে আছে যাহাদিগকে আমার খোদা, যিনি আমার সঙ্গে আছেন, আমার কাজ সিদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সুযোগ্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিবেন ও করিতেছেন। আমি যদি চুপও থাকি এবং আমার কলম লিখা হইতে বিরত থাকে, তবুও সেই ফেরেশ্‌তাগণ, যাহারা আমার সংগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিজেদের কাজ বন্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের হস্তে বড় বড় হাতুড়ি রহিয়াছে। এই হাতুড় ক্রুশভঙ্গ করিবার এবং সৃষ্টি-পুজার মূর্তি ধ্বংস করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে।.....

এই অধম যেহেতু সত্য সমভিব্যাহারে খোদাতায়ালার তরফ হইতে আসিয়াছে। অতএব তোমরা চতুর্দিকেই তাহার সত্যতার নিদর্শনাদি দেখিতে পাইবে। সেই সময় দূরে নহে, বরং অতি সন্নিকটে, যখন ফেরেস্তা-বাহিনীকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে। তোমরা কোরআন শরীফ হইতে এ বিষয় বুঝিয়া থাকিবে যে, মানব-হৃদয়কে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত করিবার জন্য খলিফাতুল্লাহর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশ্‌তাগণের অবতরণ আবশ্যক। অতএব তোমরা এই নিদর্শনের প্রতীক্ষায় থাক। যদি ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ না হয়, তাহাদের অবতরণের প্রকাশ্য নিদর্শন তোমরা জগতে দেখিতে না পাও এবং সত্যের প্রতি লোকের হৃদয়ে অসাধারণ আকর্ষণ দেখিতে না পাও, তবে তোমরা মনে করিও, আকাশ হইতে কেহ অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু যদি এই সমুদয় বিষয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে তোমরা অস্বীকার হইতে বিরত হও, যেন তোমরা খোদাতায়ালার সমীপে অবাধ্য জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন না হও।"

[ফতেহ্‌-ইসলাম, (বাংলা সংস্করণ) পৃঃ ১৬-২১]

হৃদয়গ্রাহী ভাষণ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মারকাজীয়ার ২৯তম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশে ২২শে এপ্রিল ১৯৮৩ইং প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ]

ছাত্ররা নিজেদের অন্তরে আল্লাহতায়ালার মিলন ও সান্নিধ্য লাভের বাসনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করুন।

আমরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসরমান হইব। আমাদের গতি ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতে থাকিবে।

যদি প্রতিটি আহমদী খোদাতায়ালার মহব্বতের ছাঁচে ঢালিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের রূহানী বিপ্লবের দিন আর দূরে থাকিবে না।

সমাজের খারাপি হইতে দূরে থাকার জন্য ইহাও অত্যাবশ্যক যে আপনারা যেন অপরাপর হইতে এক স্বতন্ত্র ও আলাদা মর্যাদায় পরিদৃষ্ট হন।

তাশাহুদ ও তায়াওউজ এবং বিসমিল্লাহ পাঠের পর হুজুর বলেন :

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ আল্লাহতায়ালা তাঁহার অশেষ ফজল ও করমে এই তরবিয়তী ক্লাশকে অসাধারণ বরকত দান করিয়াছেন—ইহা তাঁহার এক অতীব মহান কৃপায়। যেমন, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, এবারে যে বিপুল সংখ্যায় যুবকরা লাব্বাইক বলিয়াছে এবং মরকাজের ডাকে আগ্রহ-উদ্দীপনার সহিত সাড়া দিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে—ইহাতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চেষ্টা-প্রয়াসের ততটা ভূমিকা নাই, যতটা অদৃশ্য ঐশী প্রেরণা ও এলাহী গায়েবী তাহরীকের ভূমিকা ও প্রভাব আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাই বাস্তব ঘটনা যে সমগ্র জগৎ ব্যাপী জামাতের মধ্যে জাগরণের এক নূতন সাড়া পড়িতে দেখা যাইতেছে, যাদ্বারা আমি অনুভব করিতেছি যে, আসমানের উপরে কতকগুলি ফয়সালা অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালা অতি শীঘ্র এবং দ্রুতবেগে এই জামাতকে এখন সম্মুখে বাড়াইতে চাহেন। সেজন্য এলাহী ফয়সালাসমূহ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের জীবনকে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। খোদাতায়ালার তকদীরে যতখানি দ্রুততার উদ্ভব ঘটিতে দেখা যায়, ততখানি আমাদের নিজেদের আমল ও প্রচেষ্টাতেও দ্রুতগামিতার সৃষ্টি করা উচিত। "সৃষ্টি করা উচিত" শব্দগুলির প্রয়োগ হয় তো বাগধারা হিসাবে এখানে সঠিক নয় কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, খোদাতায়ালার তকদীর উহার সৃষ্টি করিবে এবং যে সকল আভাস ও লক্ষণ আমি দেখিতে পাইতেছি তদনুযায়ী আমি আশা করি যে আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাত আহমদীয়া এই তকদীরের বিরুপ কার্য করিবে না। ইনশাআল্লাহ্ আমরা অতি দ্রুতবেগে সম্মুখে আগুয়ান হইব এবং দৈনন্দিন আমাদের গতি-বেগ বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। ওয়া বিল্লাহিত তওফিক।

পাঠ্য-বিষয় সংক্ষিপ্ত ও বুনিয়াদি ঃ

তরবিয়তী ক্লাশের কর্মসূচীর যতখানি সম্পর্ক, সে বিষয়ে যেমন (পেশকৃত রিপোর্টে) বলা হইয়াছে, বিগত তরবিয়তী ক্লাশে আমি এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে অনেক লম্বা প্রোগ্রাম যেন রাখা না হয়। সংক্ষেপে একটি বুনিয়াদী আয়াত ধরিয়া নিন, একটি বুনিয়াদি দলিল নিয়া নিন এবং চেষ্টা করুন, পনর দিনের মধ্যে যাহাকিছু শিক্ষা দেওয়ার তাহা যেন এখানেই শিখাইয়া রপ্ত করাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভারি প্রোগ্রাম যাহা সাময়িকভাবে পরিশ্রম স্বীকারে মস্তিস্ক যদিও রপ্ত করিয়া নেয়, কিন্তু স্থায়ীরূপে উহাকে সামলাইতে এবং সংরক্ষণ করিতে পারে না। ঐরূপ প্রোগ্রাম সচরাচর ফায়দাজনক হয় না।

শিক্ষকদের দায়িত্ব ঃ

জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কিত তরবিয়তের ব্যাপারে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, আমি আশা করি যে বর্তমান (ধার্যকৃত) পাঠ্যসূচী আমাদের ছাত্রদের জন্য অধিকতর সমীচীন ও ফায়দাজনক সাব্যস্ত হইবে। ইহাতে অনেকাংশে শিক্ষকদেরও ভূমিকা থাকে। যদি ভাল শিক্ষকদের পাওয়া যায়, তাঁহারা যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত এবং পরিশ্রম সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া প্রোগ্রামটিকে হৃদয়ঙ্গম ও মন ও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইতে সচেষ্ট হন তাহা হইলে পাঠ্যসূচী যেরূপই হউক না কেন, শিক্ষকদের পরিশ্রমের দ্বারা অত্যন্ত ভাল ফলোদয় হইয়া থাকে এবং ইহার বিপরীত অনেক সময় ভাল পাঠ্যসূচীকেও কোন কোন শিক্ষক ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দেন।

আমি আশা করি যে, শিক্ষকরাও উক্ত বিষয়ের দিকে ইনশাআল্লাহ মনোযোগী হইবেন, যেমন তাঁহারা পূর্ব হইতেই এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। তারপর, ক্লাশে তাঁহারা যাহা কিছুই বর্ণনা করেন সে ব্যাপারে ছাত্ররা নোট নিয়া নিবে এবং পরে রপ্ত বা মুখস্ত করিবে —ইহার উপর নির্ভর করিবেন না বরং চেষ্টা এই করুন এবং বর্ণনা-ভঙ্গী এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কথা যেন সকলের আয়ত্ত হইয়া যায় এবং মন-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

তরবিয়তী ক্লাশের আসল উদ্দেশ্য ঃ

দ্বিতীয় অংশটি আমলী তরবিয়তের সহিত সম্পৃক্ত। এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে সার্বাধিক এই বিষয়টির উপরই জোর দেওয়া উচিত যে এখানে সমাগত প্রতিটি আহমদী ছাত্রের যেন আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-বন্ধন কায়েম হইয়া যায়। সে যেন এরূপ এক প্রগাঢ় অনুভূতি লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে যে সে যেন সব চাইতে মহান ও অফুরন্ত রত্ন-ভাণ্ডারের পথের সন্ধান পাইয়া গিয়াছে ; সে যেন এখান হইতে একটি অবিচল আস্থা লইয়া যায় এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া যায় যে 'আজ হইতে আমি খোদাতায়ালার এবং খোদাতায়ালা আমার হইতে হইবে।' ইহাই হইল সেই কেন্দ্রবিন্দু ও মৌল বস্তু যাহা লাভ করিতে চেষ্টিত হওয়া উচিত। যদি ইহা হাসিল হইয়া যায় তাহা হইলে অনন্তর এল্‌ম বা জ্ঞানগত সকল

দুর্বলতা দূরীভূত হইয়া যায়, সকল তরবিয়তমূলক দুর্বলতারও অবসান ঘটিয়া যায় এবং মানুষ এক আজিমুশ্বান এবং সীমাহীন গঠনমূলক জীবন-পরিক্রমায় আত্মনিয়োজিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা একটি ক্ষুদ্র হৃদয়-স্পন্দনেরও এক ক্ষণিকের ইরাদার নামান্তর। প্রত্যেক মানুষের উপর এরূপ মওকা আসিয়া থাকে যখন সে তাহার অন্তরে কোন ইরাদা বা সংকল্প গ্রহণ করে। ইহার জন্য কতটুকু সময় লাগে তাহা ব্যক্ত করার মত তেমন কোন শব্দ নাই। সহসা হৃদয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যেও উহার পর হইতে পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়া যায়! 'কুন' (كُن) শব্দটির যে মূহুর্ত উহা তো এত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু 'ইয়াকুন' (يَكُون)-এর যুগ-আবর্তন এরূপ হইয়া থাকে যাহার কখনও অবসান ঘটে না।

সাফল্যজনকভাবে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' কিরূপে সম্ভব?

সুতরাং ছাত্ররা নিজেদের অন্তরে আল্লাহতায়ালার মিলন ও সান্নিধ্য লাভের বাসনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করুন, আর তারপর দেখুন, খোদাতায়ালার তকদীর কিরূপে সর্বদা তাহাদিগকে একীন ও দৃঢ়বিশ্বাসে পরিবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং সদা তাহাদের আমল ও ব্যবহারিক জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। এখন, এই বর্তমান যুগে সমগ্র জামাত যখন 'দাঈ ইলাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) হওয়ার জন্য সচেষ্ট তখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন দলিল-প্রমাণের নয়, বরং বেশী প্রয়োজন হইল আল্লাহতায়ালার তাইদ ও নুসরত'—সাহায্য ও সামর্থনের। যাঁহার দিকে আহ্বান জানাইতে হয়, সেই আহ্বানের পিছনে যদি তাঁহার সাহায্য ও সমর্থন থাকে তাহা হইলে দলিল-প্রমাণ স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, আপনাদের কথায়, আপনাদের প্রচেষ্টায় আশিস ও বরকত নাজেল হইবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, যে সত্তার দিকে আহ্বান জানাইতে হইবে, তাঁহার সহিত যদি আপনাদের যোগ-সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে লাখ লাখ দলিল বিদ্যমান থাকিলেও তাহার কথায় কোন প্রভাব ও বরকত হইবে না। সেজন্য দা'য়ী ইলাল্লাহ হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি বিষয় হইল এই য যাঁহার প্রতি আহ্বান জানাইতেছেন তাঁহার সহিত কিছু প্রীতি ও ভালবাসা তো সৃষ্টি হইতে হইবে, তাঁহার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকিতে হইবে, হৃদয়ে একীন থাকিতে হইবে যে 'হাঁ, আমি তাঁহার দিকে মানুষকে ডাকার হক্ রাখি, কেননা আমি নিজেও তাঁহার দিকে ধাবমান আছি।' যে পথে মানুষ নিজে পরিচালিত থাকে সে অন্যকেও বলিতে পারে যে 'তুমিও এদিকে আস'। কিন্তু যে পথে সে নিজে পরিচালিতই নয়, অন্যকে সে পথে আসার আহ্বান জানাইবার তাহার কি অধিকার?

বস্তুতঃ দুনিয়া দেখিয়া ফেলে এবং বুঝিয়া নেয়, মনে করিবেন না যে, দুনিয়া খোঁজ পায় না, দুনিয়া ভালভাবেই জানিতে পারে যে পথের দিকে তাহাদিগকে আহ্বান জানানো হইতেছে সেই পথে আহ্বানকারী নিজেও চলিতেছে, কি না।

একটি স্ব-বিরোধ, একটি বাস্তব সত্য ঃ

ইহা বাস্তব ঘটনা যে জামাতে আহমদীয়াকে বিরুদ্ধবাদীরা 'অমুসলিম' (ও কাফের) আখ্যা দেওয়া সত্বেও, 'খোদা হইতে দুর' বলা সত্বেও অধিকাংশ লোকের অন্তর ও বিবেকের ধ্বনি হইল এই যে, নিঃসন্দেহে ইহারাই খোদার দিকে ধাবমান লোক। সেজন্য কোন আহমদীর দ্বারা যদি কোন সামান্যতম ত্রুটিও সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উহার উপর তাহারা বিরাট আপত্তি উত্থাপন করে, সমালোচনা করে। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের জীবনের একটা সুস্পষ্ট স্ব-বিরোধ। যদি তাহারা আমাদিগকে বাস্তবিক পক্ষেই 'অমুসলিম' (বা কাফির) মনে করে, যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদিগকে 'খোদাতায়ালা হইতে দুর, নাস্তিক এবং বে-দ্বীন (ধর্মহীন)' মনে করিয়া থাকে তাহা হইলে জামাতের চরিত্রগত আচরণ ও ভূমিকায় বিদ্যমান কোন খারাপির উপর আপত্তি না হইয়া বরং সদগুণের উপর আপত্তি হওয়া উচিত। এমনি ধারায় জামাতের (মধ্যে কাহারও) দ্বারা যদি সৎ কাজ অনুষ্ঠিত হয় উহাতে তাহাদের বিস্মিত ও চকিত হওয়া উচিত যে 'এ কি ব্যাপার ঘটিল ; ইহাতো আমাদের কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা'! পক্ষান্তরে অবস্থা এই যে জামাতের কাহারও দ্বারা কোন খারাপি ঘটিয়া গেলে তাহারা উহাতে নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করিয়া বলে, 'তোমরা ইহা কেমন ধরণের কাজ করিতেছ—তোমরা তো এই কুকর্ম করিয়াছ'। সুতরাং বৎসরে আমার নিকট এ ধরণের অনেক চিঠি আসিয়া থাকে যেগুলিতে জামাত বহির্ভূত ব্যক্তিরা বড়ই দুঃখের সহিত ইহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, অমুক আহমদী খারাপ নমুনা দেখাইয়াছে, অমুক আহমদী অমুকের টাকা মারিয়া দিয়াছে, সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে, অমুক আহমদী অমুক বিধবার হক্ বা অধিকার হরণ করিয়াছে। আবার কতক এরূপ লোকও থাকে যাহাদের কোন কিছুর সহিত সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না, তাহারা কোন কষ্টের বা ক্ষতির শিকার হইয়া থাকেন না, কিন্তু তাহাদের অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় বোধক ধ্বনি উত্থিত হয় এবং তাহারা আমাকে জানায় যে, 'আমরা আহ্‌মদী তো নই কিন্তু আপনাদের জামাতের পক্ষে অমুক কাজ শোভা পায় না ; ইহা এ জামাতের মর্যাদাপোযোগী নয় '

সুতরাং জানা গেল যে, সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্বনি এই যে, আহ্‌মদীরা অবশ্যই খোদা-ওয়ালা লোক বটে,—আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছুই আখ্যা দেই না কেন, তথাপি তাহাদের নিকট আমাদের প্রত্যাশা থাকিবে এই যে, তাহারা হইল খোদার সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকারী খোদা-ওয়ালা লোক এবং খোদা-যুক্ত স্বভাব-চরিত্র তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাই উচিৎ। সুতরাং এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিক দিয়াও আপনাদিগকে খোদা-ওয়ালা হইতে হইবে। ইহা ব্যতিরেকে আপনারা আহমদীয়তে fit—উপযুক্ত ও মানানসই বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন না। অর্থাৎ এমনই মনে হইবে যেমন কোন অন্য জায়গার জিনিসটিকে অন্য কোথায়ও লাগানো হইয়াছে। যেমন, কোন অসংলগ্ন ইষ্টক কোন নির্মাণকার্যে স্থাপন করা হইলে বড়ই আজব ও খারাপ দেখা যায়। ঠিক এমন ধরণেরই একটা অবস্থা বা দৃশ্যের সৃষ্টি হইবে। সেজন্য

আপনারা জামাত আহমদীয়ার মেজাজ (ধাত) অনুযায়ী, সেই জামাত আহমদীয়া অনুযায়ী —যাহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) গড়িতে চাহেন—কোন স্থান বিশেষ জামাত আহ্‌মদীয়া অনুযায়ী নয় বরং আপনারা সেই জামাত আহ্‌মদীয়ার মেজাজ অনুযায়ী গঠিত হউন যাহা তামির করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) আসিয়াছিলেন। আপনারা ঐ সকল ইষ্টক হিসাবে নিরূপিত হউন যেগুলি ইমারতে সুশোভিত হইয়া থাকে। তবেই কিনা আপনারা মানানসই রূপে ইহাতে শোভা পাইবেন। যদি প্রতিটি ইট আল্লাহ-ওয়ালা ইট হয়, যদি ইহা খোদাতায়ালার মহব্বতের ছাঁচে ঢালানো দেখা যায়, এই সুপ্রকাশমান গুণ যদি প্রতিটি আহমদীর মধ্যে সৃষ্টি হইয়া যায় এবং তাহার জীবনে উহা চিরউদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ ইসলামের বিজয়ের দিন আর দূরে থাকিবে না; তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালার সাহায্য আমাদের উপর মুষলধারে বর্ষিত হইবে এবং আমরা সেই রুহানী বিপ্লব স্বচক্ষে দর্শন করিব, যাহার বাসনা লইয়া আমরা প্রতীক্ষার দিন গুণিতেছি। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক আল-ফজল ৩১শে জুলাই ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি. পি. ও. বক্স নং ৯০৯. ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২৪

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে

খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

[জামাত আহ্‌মদীয়ার ইমাম, সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) দুরপ্রাচ্যের চারিটি দেশে তাঁহার ঐতিহাসিক দ্বীনি ও রুহানী সফর কালে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী শহরে আহমদীয়া মুসলিম মসজিদ ও ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে হুজুর (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত যুগান্তরকারী দিক-নির্দেশক ভাষণটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, এই মসজিদ ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপনে বিশ্বের সকল মহাদেশই জামাত আহমদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী মসজিদ ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত ইসলাম প্রচার-কার্যের আওতাভূক্ত হইল।—সম্পাদক]

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ۔
ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٥
فيه ايت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا ط ومن كفر فان الله غنى عن العلمين ٥
(ال عمران—ايت ٩٧-٩٨)

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য মাবুদ নাই। তিনি এক এবং তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। অতঃপর আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অসীম দাতা ও বারবার রহমকারী আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।"

"নিশ্চয়ই মানবের জন্য যে প্রথম ঘরটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, যাহা বরকতময় এবং এক হেদায়াত সকল জাতির জন্য।

ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ইহা ইব্রাহীমের স্থান। এবং যে কেহ ইহাতে প্রবেশ করে নিরাপদ হয়। এবং আল্লাহর জন্য সেই গৃহের হজ্ব ফরজ, যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে; কিন্তু যে কেহ কুফর করে সে যেন স্মরণ রাখে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল বস্তু হইতে বেপরোয়া।" (সুরা আলে-ইমরান : ৯৭-৯৮)

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে, প্রথম আহ্‌মদীয়া মুসলিম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ইহা আরেকটি বিরাট ও স্মরণীয় পদক্ষেপ। আজ আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসায় ভরপুর ও উৎফুল্ল এবং তাঁহার ফজল ও রহমতের গুণগান করিতেছে।

নিঃসন্দেহে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসেও ইহা এক বিরাট অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত হইবে। এক ও একমাত্র খোদার গুনগান করা যে সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র, সেই সম্প্রদায় এই বিরাট মহাদেশে এক ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার গৃহ নির্মানের সুযোগ পাইল। ইহাই প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর, যাহা একমাত্র তাঁহার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিতব্য গৃহের নীচে স্থাপন করা হইল। কিন্তু ইহাই শেষ ভিত্তিপ্রস্তর নয় এবং আল্লাহর এই গৃহও শেষ নির্মিতব্য গৃহ নয়। এই নগন্য আরম্ভ হইতে, অবিরাম ধারায় এইরূপ ইবাদত-গৃহ স্থাপিত হইতে থাকিবে।

দৃশ্যতঃ আজ আমি যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছি ইহা একটি নগন্য ব্যাপার। কিন্তু এই ভিত্তির উপর যে ইমারত নির্মিত হইতে চলিয়াছে ইহা পৃথিবীর হইলেও ইহার মালিকানা আকাশে রহিয়াছে। ইহার মিনার হইতে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ্‌র তৌহীদ ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেরিতত্ব ঘোষিত হইতে থাকিবে। বর্তমান বস্তুবাদী যুগের মানব-মানবীকে এই মিনারগুলি প্রতিদিন পাঁচবার স্মরণ করাইয়া দিবে যে, সত্যিকার উন্নতি বস্তু-তান্ত্রিকতার দ্বারা অর্জিত হয় না বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন আমরা এখানে নির্মানকাজে হাত দিতেছি তখন ধ্বংসের কথা যেন ভুলে না যাই। কেননা এই দুইটি ধারা অবিভাজ্য। যেখানে নির্মান শেষ হইয়া যায় সেখানে ধ্বংস আরম্ভ হয়। সময়ের অপ্রতিরোধ্য হস্তকে কিছুই এবং কেহই ঠেকাইতে পারেনা এবং তাহার চরম উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে পারেনা।

كل من عليها فان ٥ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٥

(الرحمن ايت ٢٧-٢٨)

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং গৌরব ও সম্মানের অধিপতি একমাত্র রব্বের চেহারা চিরবিরাজমান থাকিবে।" (সুরা আর-রাহমান : ২৭-২৮)

কিন্তু এই শারীরিক ধ্বংস হইতেও যাহা অধিকতর ভয়াবহ, তাহা হইল সেই প্রক্রিয়া-ধারা যাহা যুগের প্রেরণা ও আত্মাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। যদিও এক কালের বিরাট সভ্যতাসমূহের আভাস মাত্র আমরা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইতে পারি, তথাপি তাহাদের চিন্তাধারা এবং তাহাদের আদর্শ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, ফেরআউনের পিরামিডগুলিকে ধরুন। কতকগুলি বালুকার নীচে চাপা পড়িয়াছে, কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে আবার কতকগুলি এখনও উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের দর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে কি আমরা একই কথা বলিতে পারি ?!

এই দুনিয়ায় কি আজ একটি লোকও আছে, যে ফেরআউনের ভাবধারার অনুসারী ?! না ! তাহাদের বিনাশ পূর্ণাঙ্গীণ এবং চরম, তিলমাত্রও অবশিষ্ট নাই।

মিশরের সুরম্য স্মৃতিসৌধগুলির মোকাবিলায় অমসৃণ প্রস্তরের তৈরী কৌশলহীন ডিজা-ইনের একটি ইমারতের কাহিনী আছে। ছয় হাজার বৎসরাধিক পূর্বের প্রাচীনতম গৃহটির কথা আমি বলিতেছি, যাহা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এই অনন্য ঘটনা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন বলে :

ان اول بيت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدی للعالمين ٥
فيه ايت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا

"নিশ্চয়ই মানবের জন্য যে প্রথম ঘরটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বাক্কায় (তথা মক্কায়) অবস্থিত, যাহা বরকতময় এবং এক হেদায়াত সকল জাতির জন্য। ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রহিয়াছে। ইহা ইব্রাহীমের স্থান এবং যে কেহ ইহাতে প্রবেশ করে, নিরাপদ হয়।"

পৃথিবীর সুরম্য স্মৃতিসৌধগুলির তুলনায় এই গৃহের সূচনা ভিন্নভাবে হইয়াছিল। ইহার জন্য কোন রাজকোষের অর্থ বেহিসেবীভাবে খরচ হয় নাই। কোন স্থপতিকে ইহার ডিজা-ইনের পরিকল্পনা করিতে হয় নাই। কোন বিশেষজ্ঞ ইহার নির্মান কাজ তদারক করেন নাই। ইহার নির্মানের জন্য ক্রীতদাসের দলকে জোরপূর্বক মজুর খাটানো হয় নাই। এই প্রথম খোদার গৃহের আরম্ভ বিনম্রভাবে হইয়াছিল। এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনাটি সম্পর্কে ইশারা পর্যন্ত নাই। কেবল কুরআন ইহা স্থাপনার কথা বর্ণনা করে।

এই গৃহটিও ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ইহাও ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু স্বর্গীয় বিধান বাধ সাধিল, ইহাকে ইহার মূল ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মানের জন্য এক মহান নবী ইব্রাহীমকে ভার দেওয়া হইল :

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا ط انك
انت السميع العليم ٥

"ঐ দিনের কথা স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল ঐ গৃহের ভিত্তি দাঁড় করিল। নির্মানকাজ করিতে থাকা কালে তাহারা দো'য়া করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের নিকট হইতে ইহা কবুল কর।' (সুরা আল-বাকারাহ্ : ১২৮)

এইভাবে আল্লাহ তাঁহার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই প্রথম গৃহটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। পুরানো ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মানের সময় সমাগত হইয়াছিল। যে রাজ-মিস্ত্রি ও শ্রমিক এই কাজের জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করিলেন, স্থাপত্য-কলার সহিত তাহা-দের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। ঐ রাজমিস্ত্রি ইব্রাহীম ব্যতীত অন্য কেহ নহেন, তিনি আল্লাহ্র সম্মানিত নবী ছিলেন। আর তাঁহার সাথে শ্রমিক ছিলেন তাঁহার কিশোর পুত্র

ইসমাইল, যিনি বয়সের দিক দিয়া বর্তমান যুগের নিয়মে শ্রমের কাজে নিয়োজিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। ইহা ছিল একটি গৃহের পুনঃনির্মান যাহা জগতে উচ্চ-মর্যাদা ও মহাসম্মানের আসন অধিকার করিতে যাইতেছিল এবং আল্লাহর সহিত কথ-পোকথন যাহার অধিবাসীগণের জন্য নির্ধারিত ছিল। এই গৃহ বিশ্ববাসী সকলের প্রতি এক সার্বজনীন আমন্ত্রণ স্বরূপ। ইহা বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, "হে উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণকারী-গণ এবং আধ্যাত্মিক শৃংগসমূহে আরোহণকারীগণ! আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকারী রব্বের সহিত বাক্যালাপ করিবার যোগ্য উচ্চতায় যদি তোমরা পৌঁছিতে চাও তাহা হইলে দ্রুত গতিতে এইখানে আস। এইখানে আসিলে তোমরা সেই আধ্যাত্মিক সিঁড়ির নাগাল পাইবে যাহা তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। এই ঘটনাবলীকে যখন এই প্রেক্ষিতে আমরা পুনর্মূল্যায়ন করি তখনই আমরা বুঝিতে পারি, কেন একজন নবী ও তাঁহার পুত্রকে কা'বার পুনঃনির্মানের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

খোদার গৃহের এই দৈহিক পুনঃনির্মানের কাজ একটি সঙ্কেত মাত্র; ইহাতে এক মহান আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা নিহিত রহিয়াছে। বাহ্যিক নির্মানই আসল উদ্দেশ্য ছিল না বরং অন্তরে আধ্যাত্মিক সৌধ নির্মানই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। আর এই কারণেই আল্লাহ তাঁহার আপন প্রজ্ঞায়, ইব্রাহীম ও তাহার পুত্রকে নিযুক্ত করেন, যাহাতে নির্মানোদ্দেশ্য ও নির্মান-শিল্পীদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় থাকে। কি ঈর্ষা-উদ্দীপক এই অনন্য কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্তি। এই কাজের জন্য এর চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত নির্মানকারী পাওয়াই সম্ভব ছিল না।

ঐ বিনম্রগৃহ যাহা ইব্রাহীম ও তৎপুত্র ইসমাইল এই দুইজনের দ্বারা নির্মিত হইল তাহা অবিরশ্বর জ্যোতিঃতে দণ্ডায়মান আছে। ঐ গৃহটিই আল্লাহর কোটি কোটি ইবাদত-কারীগণের প্রাণপ্রিয় কেন্দ্ররূপে আজও সগৌরবে বিরাজ করিতেছে।

এই দুইটি নির্মান কাজের মধ্যে তুলনায় আমরা কি শিক্ষালাভ করি? কোন্ বস্তু পর্ণ কুটীরে রূহ সঞ্চার করে আর আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট স্মৃতিসৌধগুলিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে? একটির দর্শন আজও জীবন্ত ও সচল আর অপরটির কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই! একটি কেমন করিয়া ধ্বংসকে জয় করিয়াছে আর অপরটি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছে!

নির্মান-বিষয়ে আরেকটি বড় নির্মানকার্য্য উল্লেখ করিতে চাই। এই বিরাট নির্মান কর্ম এক সম্রাটের আদেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা, তাঁহাকে পরাজিত করা এবং বিশ্বাসীগণকে হেয় করা। কোরআনে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে :—

وقال فرعون يا ايها الملاء ما علمت لكم من اله غيرى فاوقد لى
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع الى اله موسى وانى
لاظنه من الكذبين ٥

'ফেরআউন বলিল, হে অমাত্যবর্গ, তোমাদের খোদা হিসাবে আমি আছি, এছাড়া

আমিত অন্য কাহাকেও জানিনা। অতএব তোমরা পোড়ামাটির ইট তৈরী কর। হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ মিনার তৈরী কর, যাহাতে উহার উপরে উঠিয়া আমি মুসার খোদাকে এক নজর দেখিতে পারি, কেননা আমি মনে করি, মুসা মিথ্যাবাদী।'

(আল-কাসাস—৩৯)।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তিনহাজার তিনশত বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটনাই শুধু বর্ণনা করে নাই বরং ইহা একজন বস্তুবাদ-সর্বস্ব মানুষের মনের ছবি আঁকিয়াছে, যে স্বকীয় হঠকারিতায় মনে করিয়াছিল, সে মানুষের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়, আরো মনে করিয়াছিল, সে দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট সব কিছুরই পূর্ণ জ্ঞান রাখে। আমাদের সময়েও এই ধরণের হঠকারিতা প্রদর্শন করিয়া, এক বৃহৎ শক্তির একজন নভোচারী সাধারণ নভোমণ্ডলে বিচরণ করতঃ উচ্ছাস-মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি মহাকাশে ঘুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথায়ও খোদার চিহ্ন পর্যান্ত দেখিলাম না।" এই হিসাবে, বিগত দিনের সুউচ্চ মিনারার মত আজিকার দিনের ক্ষেপনাস্ত্রগুলি জাঁকজমকের মায়াজালে মানবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিগত দিনের গর্বস্ফীতদের আত্মম্ভরীতা ও গৌরবাদি যেমন অসার ও ক্ষণস্থায়ী ছিল, তেমনি বর্তমান কালের এই গর্ব ও আত্মম্ভরীতাও অসার ও ক্ষণস্থায়ী। এই প্রাসাদের কথা উল্লেখ করিয়া পবিত্র কোরআন ইহাই পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে চায় যে, বস্তুতান্ত্রিক মানসিকতা সর্বকালেই ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছে এবং ধর্ম্মকে তারা কেবল বস্তুবাদী পদ্ধতির দ্বারা বিচার করার উপর জোর দিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাস এই চিরন্তন শিক্ষাও দেয় যে, বস্তুবাদিতার পরিণাম অবশেষে ব্যর্থতা ও পরাজয়। মিশরের ফেরআউন যে নিজেকে ছাড়া অন্য কাহাকেও খোদা স্বীকার করিত না, দরিদ্র ও একাকী মুসা (আঃ) কিরূপে তাহার উপর বিজয় লাভ করিলেন, তাহা কোন দর্শন বলিতে পারে না। মুসাই বা অতি সাধারণ পিতামাতার সন্তান হইয়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেমন করিয়া ভাবিতে পারিতেন যে তিনি মহাপ্রতাপশালী ফেরআউনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন?! ফেরআউন মিনফাত্তাহ যে মিনার মুসার আল্লাহকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়াছিল, তাহার চিহ্নটুকু পর্যান্ত আজ নাই। অন্যদিকে মিনফাত্তাহর পনর পুরুষ পূর্বেকার নির্মিত গৃহ আজও দাঁড়াইয়া আছে এবং ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু যে মিনার স্বর্গের খোদাকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বে-আদবী ও গর্বের সহিত নির্ম্মান করা হইয়াছিল উহা এখন নিশ্চিহ্ন ভাবে অনুপস্থিত; ইহা ধরার ধূলায় এমনিভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, যেন কখনও নির্ম্মিতই হয় নাই!! কোন্ স্থানে, এবং কখন এই বিল্‌ডিং নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার উচ্চতা কত ছিল ও কখন ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—এই সব কথা বাদ দিলেও একটি কথা মনে দাগ না কাটিয়া পারেনা। সেটা এই যে এমন প্রতাপশালী এক সম্রাট সমস্ত পার্থিব শক্তির অধিকারী হইয়াও আল্লাহর এক বিনম্র বান্দার কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল! সে যে সভ্যতার প্রতীক ছিল, সেই সভ্যতাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তাহার কৃষ্টি অতীতের

কাহিনীতে পরিণত হইল। তাহার ঔদ্ধত্য ভূলুণ্ঠিত হইল এবং তাহার 'খোদায়ী' দাবী এমনি পদ দলিত হইল যে সারা বিশ্বজগতে এমন একটি ব্যক্তিও নাই, যে নিজেকে তাহার সহিত দূরতম সম্পর্কও সম্পর্কিত মনে করে; তাহার 'খোদায়ী' দাবী স্বীকার করা ত দূরের কথা। কিন্তু, আল্লাহর বান্দা মুসা আজও জীবিত। তিনি ত অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। তথাপি এত উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হইলেন যে, ফেরআউনের দূরতম কল্পনাও তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। মুসা (আঃ)-এর দাবীকে পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম ধর্ম্ম স্বীকৃতি দান করিতেছে। তিনটি ধর্ম্মের লোকেরা তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করে। সময় যতই যাইবে তাঁহার মর্যাদা, হ্রাস পাওয়াত দূরের কথা, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিলাভ করিতে ও সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে।

এই ঐতিহাসিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই, পবিত্র কোরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছাইয়া দেয় যে আধ্যাত্মিক মূল্যের তুলনায় বস্তু-সর্বস্ব মূল্যের কোন স্থিতি নাই। বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অবান্তর ও ক্ষণস্থায়ী এবং এইগুলির কিছুই না—ছায়ামাত্র। এখন আমরা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত সেই প্রথম গৃহে ফিরিয়া আসি। এই সাধারণ ও সাদামাটা দালানটিও অন্যান্য দুনিয়াদারদের দালানের মতই সময়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহাও ভগ্নাবশেষের উপর পুনঃনির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা সত্বেও এই দুইয়ের মাঝে একট সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে নির্মিত দালানাদির মধ্যে একটিও এমন পাওয়া যাইবেনা যাহা স্বকীয় সত্তার দিক দিয়া জীবিত আছে। পিরামিডগুলি প্রাণহীন মৃত দেহাবশেষ রূপে পড়িয়া আছে; সে যুগের আত্মা এইগুলি হইতে পলায়ন করিয়াছে। মমিগুলির মত এইগুলিও প্রাণহীন। এইগুলি পরিত্যক্ত পাখীর বাসা, যার বাসিন্দারা দূরে উড়িয়া গিয়াছে। পিরামিডের সহিত সংশ্লিষ্ট ফেরাউনদের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলিও আজ মৃত ও অচল। কে আছে আজ যে ফেরাউনদের সাথে সম্পর্কিত হইতে পছন্দ করিবে? কেইবা তাহাদের জন্য মৃত্যু বরণ করিবে?

কিন্তু কা'বার পুনর্নির্ম্মাতা ইব্রাহীমের দিকে তাকাইয়া দেখুন। যে দৈহিক কাঠামোতে তিনি নিজ পুণ্য হস্তে ইহা পুনঃনির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা আজও অপরিবর্তিত ও সুরক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, বরং দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতায়—সবদিকে বাড়িয়াছে। ইহা জীবিত, বরং ইহার জীবন-স্পন্দন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ যাহা ইহার নির্মানকার্যে প্রেরণা জাগাইয়াছিল, আজও জীবিত। মুসা (আঃ)-এর অনুসারীরা আজ ইব্রাহীমের (আঃ) অনুসারী, যীশু খৃষ্টের (আঃ) অনুসারীরাও আজ ইব্রাহীমের (আঃ) অনুসারী বলিয়া দাবী করেন। আর ইহাদের তুলনায়, মহা নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীরা অধিকতর গৌরব ও আনন্দ ভরে নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত করিয়া প্রশান্তি লাভ করে। দৈনিক পাঁচবার বিপুল সংখ্যক নর-নারী চির বর্ধিতহারে কা'বার দিকে মুখ

করিয়া নামাজ আদায় করে। কা'বার মিনারগুলি হইতে উত্থিত যে আজান-ধ্বনি একদা ইহার সংলগ্ন আশে-পাশে মাত্র শোনা যাইত এখন ইহা হজ্জের দিনগুলিতে বহু দূরদূরান্তে শোনা যায়। ইহা আজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় দূর কিনারায় অবস্থিত গ্রামে-গঞ্জের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বান্দা যাঁহারা বিশ্বের সকল স্থান হইতে আসিয়া এখানে সমবেত হন, তাঁহারা এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠেন,

لبيك اللهم لبيك—لا شريك لك لبيك. لك الحمد و النعمت
لبيك

'হে আমাদের আল্লাহ! আমরা তোমার খেদমতে হাজির আছি; হ্যাঁ, আমরা এখানে উপস্থিত আছি। তুমি অংশীদার বিহীন, তোমার খেদমতে আমরা হাজির। সকল প্রশংসা তোমারই, আর সকল বরকতও তোমার নিকট হইতে আসে। আমরা তোমার খেদমতে এখানে হাজির।"

ইহার মোকাবিলায় ফেরাউনের স্বর চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং যে স্বর অহংকারের সহিত ঘোষণা করিয়াছিল, "হে হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও এবং সু-উচ্চ মিনার তৈরী কর, যাহার উচ্চতায় চড়িয়া মূসার খোদার দিকে এক নজর তাকাইয়া দেখিতে পারি। কেননা, আমার ধারণা সে মিথ্যাবাদী।"

অতএব, এই কথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবেনা যে, আমরা যে গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহা মর্যাদায়, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ মানব-নির্ম্মিত চূড়া হইতেও অধিকতর উচ্চ। পার্থিব বাসনায় নির্ম্মিত সর্ব্বোচ্চ মিনারের সু-উচ্চ চূড়াও এই খোদার ঘরের মেঝে নাগাল পায়না। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ইহার কাছে নীচু মনে হয়। ইহা অতিশয়োক্তি নয়। ধর্মীয় ভাষায়, এই কথার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনেক গভীর। একথা কেবল অনুমান নয়। ইহা সদিচ্ছার কল্পিত কাহিনীও নয়। ইহা একটি মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি। এই বিবৃতি চির-সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা সমর্থিত।

আমার ভাষণের প্রথম দিকে আমি একটি কথা বলিয়াছিলাম, যাহা অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীর কাছে অদ্ভুত মনে হইতে পারে। আমি বলিয়াছিলাম, আজিকার দিনটি শুধু আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন নয় বরং অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসেও ইহা একটা অর্থবহ দিন। একজন সাধারণ শ্রোতার কাছে কথাটা গুরুত্ব নাও পাইতে পারে, কেননা ইহাই অষ্ট্রেলিয়ায় নির্ম্মিত প্রথম মসজিদ নয়। এছাড়াও, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মসজিদের ব্যাপারে, তা বড় মসজিদই হউক আর ছোট মসজিদই হউক, তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাহারা এই সাধারণ ঘটনাবলীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না এবং অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত দিবেন না। তাহা সত্বেও, এই মসজিদের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে ? যাহার জন্য ইহাকে অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিলাম।

এমন একটা উক্তির জন্য আমার কাছে ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারেন এবং ইহা আমার কর্তব্য যে ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করি। ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্বে আমি এমন একটি কথা বলিতে চাই, যাহা আপনাদেরকে আরো আশ্চর্য্যান্বিত করিবে। আপনারা হয়ত জানেনইনা যে, যে আহমদীয়া জামাত এই মসজিদের নির্ম্মান কার্য হাতে নিয়াছেন, সেই জামাতকে মুসলমানদের অধিকাংশ ফের্কা মুসলমান বলিয়াই স্বীকার করেন না। যে পাকিস্তানে এই জামাতের কেন্দ্রীয় অফিসাদি রহিয়াছে, সেই পাকিস্তানে এই জামাতকে ১৯৭৪ সন হইতে অমুসলিম বলা হইয়াছে। এই তথ্য প্রকাশের পর, এই মসজিদ নির্ম্মানের কাজ আরো গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হইবে। একজন কপর্দ্দকহীন নাম-না-জানা দরিদ্র ব্যক্তির একটা পর্ণ কুটীর যেমন ব্যাষ্টি-জগতে কোনও গুরুত্ব বহন করেনা, তেমনি যে সম্প্রদায় স্বধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের নির্মিত একটা মসজিদ দৃশ্যতঃই জাতিগণের নিকট গুরুত্বহীন মনে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সেই সম্প্রদায়, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের নামকরণ করার মৌলিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত। যতই আশ্চর্য ঠেকুক না কেন সত্য কথা ইহাই যে, যে সম্প্রদায় জান, মাল, সময় ও আত্মমর্য্যাদা কোরবানী করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের উন্নতি ও মর্য্যাদা-বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে, সেই *জামাত বা সম্প্রদায়কেই আজিকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানেরা অস্বীকার ও নিন্দা* করিতেছে। তাহা সত্বেও এই জামাতের প্রধান ইহা ঘোষণা করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছেন যে আজিকার দিনে তাহার দ্বারা এক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এক নব-অধ্যায় সূচনাকারী ঘটনা! তাহা কিরূপে এবং কেন? এই ধাঁধাঁ সমাধান কল্পে এই সম্প্রদায়ের কিছু পরিচিতি দিয়া, এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। ইসলামের অন্তর্গত যত ফের্কা বা সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে আহমদীয়া জামাতই একমাত্র সম্প্রদায়, যাহার প্রতিষ্ঠাতা এই দাবী করেন যে এই যুগের বাণীবাহক রূপে আল্লাহ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি দাবী করেন যে তিনি নিশ্চয়ই মসীহ ও মাহ্‌দী (স্বর্গীয়ভাবে হেদায়েৎপ্রাপ্ত), যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী ইসলাম-প্রবর্তক মহানবী (সাঃ) স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন যে, শেষ যুগে (আখেরী জামানায়) মুসলমানদের দুর্গতি দূরীকরণের জন্য 'মাহদীর' আগমন হইবে। তিনি আসিয়া ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অনাচার ও ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করিয়া তাহার মধ্যে পুনরায় নূতন উদ্দীপনা ও নূতন মর্য্যাদা-বোধ জাগাইয়া, ইহাকে কর্মমুখর ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন। ভবিষ্যদ্বানীতে তাঁহার জন্য এই কাজও নির্দ্ধারিত ছিল যে, অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তিনি আসিয়া বিশ্বব্যাপী এক শান্তিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক জেহাদের (বিপ্লবের) সূচনা করিবেন। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইহাও দাবী করেন যে ভবিষ্যদ্বানীতে মাহদী ও মাসীহর নামোল্লেখ রূপক বর্ণনা মাত্র। তিনি বলিয়াছেন,

মাহদী ও মসীহ পদসমূহ দ্বারা দুই পৃথক ব্যক্তিকে বুঝায় না বরং একজন ব্যক্তিকেই এই দুই পদের অধিকারী বুঝায়। তিনি দাবী করেন যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা আক্ষরিক অর্থে 'খোদার পুত্র' ছিলেন না। বরং 'খোদার পুত্র' কথাটা দ্বারা 'খোদার প্রিয়পাত্র' বুঝায়। ঈসা মানুষের মধ্যে, মানুষেরই মত মানুষ ছিলেন। অবশ্য তিনি খোদার একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর মর্যাদাও খুবই উচ্চ ছিল। তাঁহার নবুওতের দাবীকে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তাঁহাকে পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ ক্রুশ হইতে মুক্তিদান করেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া আনা হয়। পরবর্তীতে তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া উঠেন এবং সুস্থ হইবা মাত্র ইসরাইল বংশের হারানো মেষগুলির সন্ধানে জেরুজালেমের পূর্বদিকে দেশান্তরে বাহির হইয়া যান। কিন্তু তিনিত মানুষ ছিলেন, অতএব তিনি মৃত্যুর উর্দ্ধে ছিলেন না, অন্যান্য নবীগণের ন্যায়, তিনিও নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে 'মসীহের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বানী' রূপক বর্ণনা মাত্র। প্রতিশ্রুত সংস্কারককে এইভাবে রূপক হিসাবে 'মসীহ' বলা হইয়াছে যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে (ইয়াহিয়াকে) ইলিয়াস নবী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করিয়াছেন যে, রূপক ভাবে তিনিই সেই মসীহ ও মাহদী যাহার আগমনে আখেরী জমানায় ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ধর্ম্ম হিসাবে ইহার বিশ্ব-বিজয় লাভ হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুসলমান এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই সম্প্রদায়কে "মুসলমান নহে" ঘোষণা করা হইয়াছে। খোদার দৃষ্টিতে কে সত্যসত্যই মুসলমান আর কে নামমাত্র মুসলমান এই কথা বাদ দিলেও, এই বিষয়টিত অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মুসলমানদের মধ্যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ই একমাত্র জামাত যাহা খোদার আদেশের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করে। সকল বৈরীতা, সকল অত্যাচার ও নির্যাতন অতিক্রম করিয়া ইহা শেষ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ও কার্যকরী প্রচার-সংগঠন হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।

অন্যদিকে, অপর সকল মুসলমান সম্প্রদায়গুলি একটি শুভদিনের অপেক্ষায় আছে, যে দিনটি সুদূর ভবিষ্যতের ঝাপসা কুয়াশার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে, যে শুভদিনটিতে একজন জরাজীর্ণ অতি-বৃদ্ধ মসীহ আকাশ হইতে দুই ফেরেস্তার কাঁধে বাহুদ্বয় রাখিয়া স্বয়ং সশরীরে নামিয়া আসিবেন। এরপর হইতে মসীহ ও মাহদী ইসলামের রাজত্ব সারা বিশ্বে কায়েম করার জন্য একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, আর বাদশাহাতসমূহের চাবিগুলি একটি রৌপ্য পাত্রে মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দিবেন। ইহাত ভবিষ্যতের ফাঁকা আওয়াজ এবং অলীক কল্পনা।

বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সারা বিশ্বে আমরাই একমাত্র সম্প্রদায়, যাহা ভবিষ্যদ্বানীতে

প্রদত্ত ইসলামের বিজয়ের বাণীকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া, সেই অবধারিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। এই সম্প্রদায় দাবী করে যে, ইসলামের বিজয়ের জন্য যে সময় নির্দ্ধারিত ছিল, সেই সময় সমুপস্থিত। আর যে বিপ্লব দ্বারা এই বিশ্ব-বিজয় সূচিত হওয়ার কথা—সেই বিপ্লবও শুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি আমাদের দাবীতে সত্য হইয়া থাকি, যদি আল্লাহতায়ালা সত্যই এই অসহায় দরিদ্র ও বন্ধুহীন সম্প্রদায়কে বিশ্বময় বিরাট পরিবর্তন সাধনের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন, ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য যদি আমাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিয়া নৈতিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য যদি আমাদের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও বিদ্বেষের অবসান করিয়া আত্মত্যাগ ও বিনয়ের দ্বারা মানুষে-মানুষে, মানুষে-জীবে ও মানুষে-খোদায় ভালবাসা স্থাপনের জন্য যদি আমাদের উদ্ভব হইয়া থাকে, আর এ সবই যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় যেখানেই প্রথম যাইবে, তাহা দেশে হোক, মহাদেশে হোক, কিংবা দ্বীপেই হোক, এই প্রথম পদ-স্থাপন সেই এলাকার জন্য নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ঘটনা হইবে। যদিও সমসাময়িকদের চোখে ইহা সুস্পষ্ট নয়, তথাপি ভবিষ্যতের লোকদের কাছে ইহা পরিষ্কার হইয়া বড় আকারে প্রতিভাত হইবে, এবং এলাকাবাসীর কাছে এক বিরাট পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে। সময়ের গতি এই পদক্ষেপ ছোট করা ত দূরের কথা বরং ইহার ব্যাপকতা ও গুরুত্বকে বাড়াইয়াই দিবে। কার্যতঃ বস্তু-জগতের ও ধর্ম-জগতের ইতিহাসের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। পার্থিব জীবনের বিজয়সমূহ সময়ের গতিতে ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়ে। সময়ের দূরত্বের ফাঁকে সেগুলি সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে। কিন্তু জাতির আধ্যাত্মিক মহিমা ও মাহাত্মের ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটে! যে ক্ষুদ্র ঘটনা সমসাময়িক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইয়া ক্ষুদ্রত্ব ও সাধারণত্ব বরণ করিয়া লয়, তাহাই পরবর্তীকালে বিরাট আকার ধারণ করে। সময় ইহার গুরুত্বকে না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া দেয়। ইহা বাড়িতে থাকে, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে অন্যান্য সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উর্দ্ধে নিজের স্থান নেয়। ইহার আলোর উজ্জলতায় অন্যান্য সব আলো নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তার পর এমন অবস্থা আসে যে এই আলোটিই মাত্র থাকিয়া যায়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, খীষ্টধর্মের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা বলা যাইতে পারে। প্রারম্ভে অর্দ্ধেক পৃথিবীই রোম সাম্রাজ্যের প্রভাধীন ছিল। সে তুলনায়, ক্রুশে চড়ানোর ঘটনা কতইনা সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসের কথা বাদ দিন, ক্রুশের ঘটনার চৌত্রিশ বৎসর পরেও রোমীয় ইতিহাসে অথবা কোন দলিলে অথবা রেকর্ডে এই ঘটনার উল্লেখ এমন কি ইঙ্গিতও নাই। আর এখন কি দেখি? পুরাতন রোম সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি মাত্র ঘটনার আলো-প্রস্রবণে সবাই অবগাহণ করিতেছে। অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ ঐ সময়ের জন্য সর্ববৃহৎ, সর্বোজ্জল, সর্ববৈপ্লবিক ঘটনা। একদিকে আমরা দেখি, 'সময়'—নামক বৃদ্ধ শিল্পী তাহার বাম হাতে তুলি নিয়া পার্থিব জগতের উচ্চাঙ্গীণ চিহ্নাবলীকে দুই হাজার বৎসর যাবৎ ক্রমাগত ভাবে

ম্লান ও নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে। আর অপর দিকে দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট-জগতের চিত্রকে ইতিহাসের বড় পরদায় নূতন ও উজ্জল রং দ্বারা পুনরাঙ্কন করিতেছে।

তাই, আহমদীয়া সম্প্রদায় যদি সত্যিসত্যি সেই প্রতিশ্রুত সম্প্রদায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে আজিকার এই 'আহমদীয়া মোসলিম মিশন উদ্বোধন' অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া স্থান লাভ করিবে। এই দাবী মানিয়া নিতে একটি বড় "যদি" আপনাদের মনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। অবশ্য ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে, এই ক্ষুদ্রতম আরম্ভের শেষ পরিণাম কি হইবে! তবুও আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমি বলিতে চাই, যাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আর যাহারা চিন্তাশীল তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন না। তাহারা ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই ভবিষ্যতের বিরাট বৃক্ষের চিহ্ন দেখিতে পান।

আপনারা, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা, আপনাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার বক্তব্য ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অতএব, আপনাদের ইতিহাসকে সামনে রাখিয়া আমি এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিব।

আমার মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের জন্য এই দিনটি চিহ্নিত হইবে! এক ভাবে দেখিতে গেলে, মহান ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষাদানের জন্য আমরা আপনাদিগকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছি। এই দিনটির সহিত ঐদিনটির একটা মিল আছে যেদিন কেপটেইন জেম্‌স্ কুক্ অষ্ট্রেলিয়া পুনরাবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিও ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ নাবিকরা পূর্বেই আবিষ্কার-কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, তথাপি কেপ্টেইন কুক্‌ই ইহাকে 'বৃটিশ কলোনী' বানাইবার মানসে পুনরাবিষ্কার করেন। আহমদীয়া সম্প্রদায়ও ইসলামের সপক্ষে ইহাকে পুনরাবিষ্কার করিতে চাহিতেছে—বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভালবাসা, ন্যায় এবং শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি দ্বারা। যে পর্যন্ত আমরা সারা মহাদেশকে জয় করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

* ইহা আধ্যাত্মিক বিজয়ের কর্ম্মসূচী; ভৌগলিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ নয়। ইহা হৃদয় জয়ের মহান পরিকল্পনা; জোর করিয়া নতি-স্বীকার করানোর ব্যাপার নয়।
* ইহা যুক্তি এবং প্রমাণের যুদ্ধ, যাহার কোন স্তরে পুরাতন বা নূতন যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার একেবারেই নাই;
* ইহা শান্তির পবিত্রবাণী, যাহা স্বতঃই হৃদয় স্পর্শ করে।
* ইহা এক অভিনব সভ্যতার দ্বার উন্মোচন করিতে চায়, যাহা বিপদ শঙ্কুল বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর সমাধান করিতে সক্ষম।
* ইহা এক সংগ্রাম এবং পরিকল্পনা, যাহা মানুষকে উচ্চতর মূল্যবোধে উদবুদ্ধ করিয়া মানবেতর অবস্থা হইতে মানবতার উচ্চ স্তরে উন্নীত করিবে। আর তার জন্য

আমাদিগকে করিতে হইবে আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম, ধারণ করিতে হইবে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়।

* মানুষকে মানুষে পরিণত করার এবং মানুষের সাথে স্রষ্টার প্রাণবন্ত, কার্যকর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার জন্য ইহা এক সুমহান পরিকল্পনা।

এখানে আমি বলিতে চাই, কোন এলাকা, কোন দেশ বা মহাদেশকে ইসলামে দীক্ষিত করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়া আবিষ্কারের কাজে অবতীর্ণ হওয়া আহমদীয়তের কাছে কোন নূতন অভিজ্ঞতা নয়। আমরা জানি ঐসব আবিষ্কারকগণকে কি কি সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইতে হয়, যাহারা নূতন কিছু করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ বসতি স্থাপনের ইতিহাস আমাদের অজানা নহে। ইহা শ্রমের, অশ্রুবিসর্জনের, ধর্মের মর্ম-যাতনা, অত্যাচার ও উৎপীড়ণের করুণ ইতিহাস। আহমদীয়তের আধ্যাত্মিক বসতি স্থাপনের ইতিহাসও তেমনি এক বেদনার ইতিহাস। এই ইতিহাসও দুঃখ-বেদনার উদাহরণে পরিপূর্ণ। এই বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকা সত্তেও, এই দুই ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি ইতিহাস সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। যখন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (Raipon land Regulation World Mark Encyclopaedia of the Nations, vol 4, page 13) উত্তর ইংল্যাণ্ডের অনাহার-ক্লিষ্ট কৃষকেরা নিষ্ঠুর কৃষি-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল, তখন হাজার হাজার যুবক ও বৃদ্ধকে ন্যায়বিচার ও খাদ্যের দাবী করার অপরাধে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করা হইল এবং বিনা বিচারে তাহাদিগকে অষ্ট্রেলিয়াতে নির্বাসনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঐ সময় 'বোটানী বে' ও 'অষ্ট্রেলিয়া' সমার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছিল। এই সব নিগৃহীত গরীব লোকজনকে জোর করিয়া কষ্ট দিয়া 'বোটানী বে'-তে পাঠানো হইল বটে কিন্তু যাহারা কোনরূপে পশ্চাতে থাকিয়া গেল, তাহাদের ভাগ্যেও সমভাবে অত্যাচারই জুটিল। ইংরেজী ও স্কটিশ সাহিত্যে এবং লোক-গাথায় এইসব অত্যাচরের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানের একটি হইল, একজন মহিলার একমাত্র যুবক তামাসাচ্ছলে ঐসব লোকের মিছিলে যোগদান করে, যাহারা ভূস্বামীদের ও অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে শান্তি-পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছিল। ঐ মিছিলে হাজার হাজার লোকের সাথে তাহাকেও গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে অশেষ দুঃখ ও অমানুসিক যন্ত্রণা ভোগের পর তাহাদিগকে গাদা-গাদি করিয়া জাহাজে চড়াইয়া 'বোটানী বে' নামক স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের আত্মীয়-পরিজনরা মাত্র এতটুকু জানিতে পারিলেন যে তাহাদিগকে 'বোটানী বে'-তে পাঠানো হইয়াছে। তাহাদের পরিণতি কি হইবে, তাহারা বাঁচিয়া আছে কি বাঁচিয়া নাই ইত্যাদি ভালমন্দ কোন খবরই জানিতে পারিলেন না, কেননা ইহা এক তরফা পথ ছিল। মনে হয় যে বাতাস ইংল্যাণ্ড হইতে 'বোটানী বে'-র দিকে প্রবাহিত হইত, ইহা আর ইংল্যাণ্ডের দিকে ফিরিয়া যাইত না। তাই ঐ যুবক বন্দীটির কি ঘটিল, তাহা কাহারো জানা নাই। কেবল তাহার মায়ের করুণ কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল। রোদ

হোক বা বৃষ্টি হোক প্রতিদিন তিনি দক্ষিণ-পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর আশা করিতেন যে ঐদিক হইতে জাহাজে করিয়া তাহার ছেলে ফিরিবে, কারণ জাহাজত তাহাকে লইয়া এদিকেই গিয়াছে। প্রতিদিন তিনি পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি নিতেন, কি পরিবেশন করিবেন তাহাও স্থির করিতেন! কিন্তু কেহই আসিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল কেহই আসিল না। অবশেষে বার্ধক্যের রোগে এবং পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া তিনি অচল হইলেন। ইহা সত্বেও তিনি অপেক্ষায়ই থাকিলেন। তিনি তাহার পরিচারিকার সাহায্যে উঠানে বা বারান্দায় বসিতেন এবং 'বোটানী বে' যে দিকে পড়ে সেই দিকে তাকাইয়া পুত্রের প্রত্যাগমনের আশায় থাকিতেন। এমনি ভাবে তাহার দিন যায়, দিন আসে। মানুষ তাহাকে পাগল বলিত। তিনিও মানুষকে পাগল মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমার ছেলে যখন ফিরিয়া আসিবে, দেখিতে পারিবে, তাহার মা তাহাকে ভুলে নাই। ইহাতে সে কতইনা খুসী হইবে যে তাহার মা তাহাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলে নাই এবং তাহার জন্য প্রতিক্ষারত ছিল।'

আহমদীয়তের ইতিহাসেও আমরা এই ধরণের ঘটনার সন্ধান পাই। তবে দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, আমাদের ক্ষেত্রে এইসব কোরবানী জোর করিয়া বাধ্যতা মূলক ভাবে আদায় করা হয় না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই কোরবানী করার জন্য যাহারা নিজেকে পেশ করেন, সেইসব নিবেদিত-প্রাণ ধার্মিক লোকেরাই এই আত্মত্যাগের তৃপ্তি উপভোগ করেন। একটি উদাহরণ দিতেছি। ১৯২২ সনে ইন্দোনেশিয়াতে মৌলানা রহমত আলী সাহেবকে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রথম মুসলিম মিশনারী হিসাবে পাঠানো হয়। এই কাজের জন্য তিনি নিজেকে পেশ করেন; তাঁহাকে বাধ্য করা হয় নাই। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের খলিফাতুল মসীহ সানী (দ্বিতীয়)-এর হাতে নিজেকে তিনি স্বেচ্ছায় পেশ করেন এবং ধর্ম্মের সেবায় পবিত্র কর্তব্য পালনের জন্য তিনি সবিনয় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ঐ সময় জামাতের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা। যদিও অতি কষ্টে তাঁহার ইন্দোনেশিয়া গমনের পথ-খরচ যোগানো সম্ভব হইল, তথাপি সম্প্রদায়ের সঙ্গতি ছিলনা যে তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনে। তাই বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, অর্থাভাবে তাঁহাকে দেশে আনা সম্ভব হইল না। তাঁহার সন্তানেরা পিতৃহীনের মত বড় হইতে লাগিল। পিতার ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত রহিল। একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তাহার মাকে বলিল, "মা, আমার স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা তাহাদের পিতার সম্বন্ধে বলা-বলি করে। তাহাদের পিতারাও নাকি বিদেশে যান আর তাহাদের জন্য সুন্দর সুন্দর উপহার লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। আমার পিতা কোথায় গেলেন যে ফিরিয়া আসার কথা একবারও ভাবেন না?" পুত্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া মাতার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি ইন্দোনেশিয়ার দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া বলিতেন, "পুত্র,

তোমার পিতা এই দিকে গিয়াছেন, মানুষের কাছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের (সাঃ) বাণী প্রচার করিবার জন্য। আল্লাহর যখন মর্জ্জি হইবে তিনি তখনই ফিরিয়া আসিবেন।" মায়ের এই উত্তরের মধ্যে নিশ্চয়ই গভীর বেদনা ছিল, কিন্তু অভিযোগ ছিলনা ; অসহায়ত্ব হয়ত ছিল কিন্তু প্রতিবাদের লেশ মাত্র ছিলনা। কেননা এই মহিলাও বেদনা ও আত্মত্যাগের মহিমাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে মৌলনা সাহেব একটানা দশ বৎসর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেন। অতঃপর তাঁহাকে অল্পদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়া প্রথমবারের মত দেশে আনা হয় এবং পুনরায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সব মিলাইয়া তিনি ছাব্বিশটি বৎসরই পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দেন।

অবশেষে তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া আনার সংকল্প নেওয়া হয়। এই কথা তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রীর কানে পৌছিলে, তিনি সম্প্রদায়ের প্রধানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া ভক্তি ও বিনয়ের সহিত নিবেদন করেন, হে আমার মঙ্গবর প্রভু! আমি যখন যুবতী ছিলাম তখন আমি আল্লাহর কাছে সবুর করিয়া ধৈর্য সহকারে দিনাতিপাত করিয়াছি। স্বামীর বিরহ ব্যথা সম্বন্ধে আমার তরফ হইতে একটি নালিশের বাক্যও উচ্চারণ করি নাই। এ অসহায় অবস্থায়ই আমি সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান সম্পন্ন করিয়াছি। এখন আমি বৃদ্ধা এবং সন্তানরাও বড় হইয়াছে। এখন আমার স্বামীকে দেশে আনিবার প্রয়োজন কি? আমার মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা আছে। ঐ একটি অনুগ্রহই আমি হুজুরের নিকট সবিনয়ে চাই। দয়া করিয়া আমার স্বামীকে বিদেশে ইসলাম-প্রচারের পবিত্র কার্যে নিয়োজিত রাখুন যাহাতে তিনি এরূপ কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিতে পারেন, কিংবা শাহাদত বরণ করেন। অন্ততঃ আমি এই কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করিব যে আমার দাম্পত্য জীবনের সব সুখ ত আমি আমার পবিত্র ধর্ম্ম ইসলাম ও ঈমানের জন্য কোরবানী করিয়াছি।"

এই দুইটি উদাহরণের মাঝে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। উত্তর পাঞ্জাব হইতে ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকাইলে বোটানী বে-ও একই সরল রেখার বর্দ্ধিতাংশে পড়িবে। দুই উপাখ্যানের দুই মহিলাই একই দিকে তাকাইয়া ছিলেন। কিন্তু এই বাহ্যিক মিল থাকা সত্বেও দুই উপাখ্যানের আত্মিক সামগ্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি 'বোটানী বে' জোর-জবরদস্তি ও অত্যাচারের কাহিনী! আর অপর 'বোটানী বে' হৃদয়-স্পর্শী ও আত্মা-আলোড়ন কারী, সজ্ঞানে মুক্ত চিন্তায় ও স্বেচ্ছায় কোরবানীর রোমাঞ্চকর ঘটনা ও সত্য কাহিনী।

ভিন্ন দেশে বসতি স্থাপনের অন্য একটি অবদানের প্রতি এখন আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উপনিবেশ স্থাপনের ফল আপনাদের দৃষ্টি-গোচর করাইতে চাই। আপনাদের ধারণা করাইতে চাই যে এই ব্যবস্থার ফলে আদিবাসীদের উপর এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিও সেই অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল। আদিবাসীদের প্রতি উপনিবেশবাদীরা কি নির্বিচার নিষ্ঠুরতাই না দেখাইয়াছে! অস্ত্রধারী মস্তক-ছিন্নকারীর দল আদিবাসীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিত এবং বন্য পশুর মত তাহাদিগকে

শিকার করিত। কে কত বেশী মারিতে পারে এই নিয়া দস্তুরমত প্রতিযোগিতা হইত। এই অমানুষিক অত্যাচারের শিকার কোনও যোদ্ধা গোষ্ঠী ছিলনা বরং নিরীহ গো-বেচারী মানুষেরাই ছিল। ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দিবেন যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা রক্তপিপাসু, অত্যাচারী, যুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন ছিলনা বরং তাহারা ছিল বিনয়ী ও শান্তি-প্রিয়।

আধ্যাত্মিক বিজয়ও অবশ্য এইরূপ অত্যাচার আনয়ন করে। তবে স্পষ্ট পার্থক্য এখানে এই যে ধর্ম্ম-পরায়ণ সত্যিকার যাঁহারা, তাঁহারা কখনও কাহাকেও হত্যা করেন না বরং তাঁহাদিগকেই মারা হয়। পুরাতন ধর্ম্মের অনুসারীরাই তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য তাড়া করে। যখন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম রোম সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করিতে মাত্র শুরু করিয়াছে, তখন এই খ্রীষ্টানদিগকে বন্য ক্ষুধার্ত পশুদের সম্মুখে তাহাদের ভক্ষ্যরূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আহমদীয়তের অগ্রগতির ইতিহাসেও গরীব সহায়হীন আহমদীদের উপর এইরূপ অত্যাচরের ঘটনাবলী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ঘটিতেছে। প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের সিঙ্গাপুরস্থিত প্রচারক মৌলানা গোলাম হুসেন আয়াজকে গোঁড়ালোকেরা নির্বিচারে আঘাত করিতে করিতে মৃত প্রায় করিয়া দেয়। তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে একটি পরিত্যক্ত নির্জ্জন রাস্তায় রাখিয়া চলিয়া যায়। রাস্তার কুকুরগুলি আসিয়া তাঁহার রক্ত চাটিতে চাটিতে যখন পরস্পরের প্রতি হুঙ্কার ও চীৎকার করিতে লাগিল তখন তিনি সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন।

অতএব, হে আষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ, যদি আমরা দৃঢ় ও কৃতসংকল্প হইয়া সাহসিকতার সহিত আধ্যাত্মিক উপনিবেশ স্থাপন করি; নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দুঃখ-বরণ, পবিত্র বিনয় ও নম্রতা যদি আমাদের পাথেয় হয়; যদি আমরা এমন হইয়া থাকি যে আমরা নিজের রক্তের দ্বারা পৃথিবীকে রাঙাইয়া তুলি, পরের রক্তে নয় এবং ইহার দ্বারা অনুর্ব্বর মরুভূমিকে পুষ্প-কাননে পরিণত করি; যদি আমাদিগকে এমন দেখিতে পাও যে আমরা হৃদয় জয় করি ও আত্মাকে বশীভূত করি এবং চিন্তায় ও বিশ্বাসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করি, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, প্রথম মসজিদ ও মিশন স্থাপনের এই দিনটি নিশ্চয় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দিন হইবে। ইহা সেই দিন, যাহার দীপ্তি ও গৌরব সময়ের সাথে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে। এই নূতন দিনের উজ্জল আলোর সামনে কেপটেন কুকের অষ্ট্রেলিয়ায় পদার্পনের দিনটি ম্লান ও ম্রিয়মান হইয়া যাইবে। ঐ দিন দূরে নহে যখন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা দলে দলে আল্লাহর উপাসনার জন্য এই মসজিদে আগমন করিবে এবং সাথে সাথে এই মহান দিনটিকেও স্মরণ করিবে যে, খোদার এক তুচ্ছ বান্দাহ্ অশ্রুসিক্ত নয়নে, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তিপূর্ণ দোওয়ার মাধ্যমে এইদিন ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নামাজের জন্য এই মসজিদে দাঁড়াইবে এবং এই জামাতের এসব নিবেদিত-প্রাণের জন্য দোওয়া করিবে যাহারা ইসলামের প্রথম বিজয়-সঙ্কেত নির্ম্মাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহারা তখন মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করিবে, আহা! যদি আমরা ঐ সময়

জন্মিতাম। আহা! অষ্ট্রেলিয়ায় ইসলামের বিজয়ের প্রথম অভিযাত্রীদের মধ্যে যদি গণ্য হইতে পারিতাম!

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়া আমি আমার ভাষণ সমাপ্ত করিতে চাই। প্রায় শতাব্দী কাল পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন:

"হে মানব মণ্ডলী! মনোযোগের সহিত শোন এবং স্মরণ রাখ যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকারি সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ হইতে। তিনি তাঁহার এই আপন সম্প্রদায়কে বিশ্বের সকল দেশেই প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার অনুগ্রহে, আমার অনুসারীগণ যুক্তি ও দলিল এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা সকলের উপর বিজয় লাভ করিবে। সেইদিন আসিতেছে, বস্তুতঃ সেই দিন অতি নিকটবর্তী, যেই দিন বিশ্বের বুকে ইহাই একমাত্র ধর্ম হইবে, যাহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইবে। আল্লাহ এই ধর্ম ইসলামকে এবং এই জামা'তকে অসাধারণ বরকত ও আশিসে ভূষিত করিবেন, যাহা লোকের চোখে অলৌকিক মনে হইবে। যাহারা ইহাকে ধ্বংস করিতে চায়, খোদা তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। আর এই বিজয় ও প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী হইবে, এমনকি কেয়ামত কাল অবধি বলবৎ থাকিবে। আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী গত হইবার পূর্বেই—কি মুসলিম, কি খৃষ্টান, যাহারা আকাশ হইতে ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণের অপেক্ষায় আছে, তাহারা নিরাশ ও হতাশ হইয়া এই মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। তখন পৃথিবীতে শুধু একই ধর্ম (ইসলাম) হইবে এবং একই ধর্মনেতা (সাঃ) আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। খোদার অনুগ্রহে আমার হাতে বীজ বোনার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। এখন ইহা বড় হইবে ও ফলদান করিবে। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।" (তাজকেরাতুস শাহাদাতাইন পৃঃ ৬৪-৬৫)

'সকল অস্ত্রই ধ্বংস হইবে। কিন্তু ইসলামের রুহানী অস্ত্র ধ্বংস হইবে না। সকল রণকৌশলই পরাজিত হইবে, কিন্তু ইসলামের স্বর্গীয় পরিকল্পনা কখনও পরাজয় বরণ করিবে না। ইহা কখনও পতিত ও ব্যর্থ হইবে না, বরং সকল অশুভ শক্তিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।"

(তবলীগে-রেসালৎ খণ্ড ৬, পৃঃ ৮)

ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ: জনাব মকবুল আহমদ খান

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।.....
.....আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" —হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃষ্ঠা ১৮

নবী ও বৈজ্ঞানিক (??)

—চৌধুরী আবদুল মতিন

১। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিকের "সত্য" আবিষ্কার—
'পৃথিবী এক ঘূর্ণিয়মান গ্রহ গোলাকার'।
শোন্‌ল গীর্জার পাদ্রীগণ—
কর্‌ল শুরু আন্দোলন—
আদিম পাপে ধরছে তাঁকে হায়রে দুরাচার!
বাইবেল খুল দেখবে তাঁহার করবে কী বিচার!!

২। 'এই পৃথিবী আদম-হাওয়ার আশু বাসস্থান,
স্বর্গ-রাজ্য আনবে ধরায় ভবিষ্যত বিধান।
চন্দ্র সূর্য রহে স্থির—
আবর্তন এই পৃথিবীর!!
এই পৃথিবীর বুকে বসেই হেন অপমান!
প্রভুর রক্তে ধৌত, যেথায় পাপের পরিত্রাণ!'

৩। হেলায় নষ্ট গ্যালিলিওর বাইবেলে বিশ্বাস
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি তাঁহার বিজ্ঞানের নিঃশ্বাস
হায়রে গ্যালি নিরুপায়,
প্রাণ বাঁচানোর কি উপায়?
পাপ-কর্ম্মের স্বীকার-উক্তি মুক্তির আশ্বাস
ক্রোশ-ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি রহস্যের বিশ্বাস!!'

৪। কাতর হয়ে গ্যালিলিও ভিজে বিল্লির মত
প্রাণ-ভিখারী দরখাস্ত হাতে হয়ে থতমত:
সত্যকে লুকিয়ে রেখে—
গবেষণার পাত্রে ঢেকে—
প্রাণ বাঁচিয়ে মান রাখিবেন বুদ্ধিমানের মত
ভীতিপূর্ণ সত্যের নেশা হতাশায় সংযত॥

(??) হজরত মোস্‌লেহ মওউদ (রা:)-এর 'তফসিরে কবীরে' বর্ণিত 'নবীর সত্য' ও 'বৈজ্ঞানিকের সত্যের' তুলনামূলক ব্যাখ্যা অনুসরণে কবিতাটি রচিত।

৫। হেথায় হের প্রিয় নবী ইব্রাহীম
অগ্নি-পরীক্ষায় 'সত্যতা তাঁর'—অগ্নি শীতল হিম!
'গুলে গুলজার' অগ্নি-শিখা—
উষ্ণ উজল সত্যের স্পৃহা—
'লা-তাখাফ'—প্রাণ-পূর্ণ ইমান, নিঃশব্দ দ্রীম্, দ্রীম
চির দুর্জয় 'এশী সত্যের' শক্তি অপরিসীম!
৬। পুরাকালেরই কাহিনী নহে—আজিও বিদ্যমান।
রাব্বল আলামীন আল্লাহ্ মালেক অসীম শক্তিমান॥
ভুলে যেওনা খাতামান্নবীন
শিষ্যও তাঁর প্রবল প্রবীণ
'ইয়াজুজ-মাজুজ-পর্ব' করে খর্ব, শক্তিহীন।
আনবেন তিনিই ইসলামিক বিজয়—শান্তি সর্ব্বাঙ্গীণ।

তা'লিমুল-কুরআনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব

(বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া তালীমুল কুরআন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত)

আগামী তিন মাস ব্যাপী অর্থাৎ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৮৩-এর জন্য তালীমুল কুরআনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক নেসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

১। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ নাযেরা পড়ানোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে এবং যাহারা নাযেরা পড়িতে পারেন তাহাদিগকে তর্জমা শিখানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে; প্রথমে নামাজের তর্জমা শিখাইতে হইবে এবং কুরআনের শেষ দশটি সুরা তর্জমা সহকারে মুখস্ত করিতে হইবে।

২। **মজলিসে মুযাকেরা ঃ** প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন তালীমুল কুরআন ক্লাশের উদ্যোগে মজলিসে মুযাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার সভাপতিত্ব সিলসিলার মুরুব্বী/মুয়াল্লেম/জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবান অথবা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি করিবেন।

বিষয় বস্তু:

(১) শিরক এবং ইহার অসারতা (অক্টোবর মাস)
(২) সিফাতে বারিতায়ালা—সিফাতে শাকুর (নভেম্বর)
(৩) ফেরেশতার অস্তিত্ব ও তাহাদের প্রয়োজন। (নোট : কোন বক্তা ৫ মিনিটের অধিক সময় যেন বক্তৃতা না করেন।)

৩। প্রত্যেক মাসের কার্য-বিবরণী রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের ভিতরে পাঠাইবেন। ওয়াসসালাম—

খাকসার
—মাজহারুল হক
সেক্রেটারী, তালিমুল কুরআন
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

সংবাদ

বিভিন্ন মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঃ

গত ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর রোজ শুক্র ও শনিবার আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বার্ষিক ইজতেসা আহমদী পাড়াস্থ মসজিদে মোবারকে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশ মজলিসের মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ও চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীয় জেলা কায়েদ জনাব নঈম তাকভীজ সাহেব বাংলাদেশ মজলিসের প্রতিনিধি হিসাবে ইজতেমায় যোগদান করেন। দুদিন ব্যাপী ইজতেমায় স্থানীয় খোদ্দাম ও আতফালগণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ধর্মীয় বিষয়দীর উপর প্রতিযোগীতা করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ জনাব মাজাহারুল হক সাহেব। কুমিল্লা ও সিলেট জেলার কায়েদ জনাব আবদুল হাদী ও স্থানীয় কায়েদ জনাব শেখ বশির আহমদ সাহেব সার্বক্ষণিক খেদমত দান করেন।

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ৯ ও ১০ই সেপটেম্বর শুক্র ও শনিবার চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১১তম বার্ষিক ইজতেমা চট্রগ্রাম চকবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মহতী ইজতেমায় বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উপস্থিতি খুবই বর্কতপূর্ণ হয়, আল-হামদুলিল্লাহ। এছাড়া ঢাকা থেকে বাংলাদেশ মজলিসের মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেব এতে যোগদান করেন।

ঐশী সিলসিলার এ এলাহী ইজতেমাকে কামিয়াব করার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ জনাব নজীর আহমদ সাহেব, স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব শহিদুল ইসলাম সাহেব এবং মজলিসে আমেলার নাযেমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যাযাহুমুল্লাহ তায়ালা।

প্রতিযোগিতা সমূহে খোদ্দাম ও আতফালগণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জ্ঞানগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দান করেন। পরিশেষে তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইজতেমায় চট্রগ্রামের মোহতরম আমীর সাহেব এবং বেশ কিছু সংখ্যক আনসার সাহেবান উপস্থিত থেকে খোদ্দাম ও আতফালদের উৎসাহ দান করেন।

—মোহাম্মদ আবদুল জলিল
ন্যাশনাল মোতামাদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১২তম বার্ষিক ইজতেমা

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহতায়ালার ফজলে আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর '৮৩ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১২তম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে—ইনশাআল্লাহ!

ইতিপূর্বে সার্কুলারের মাধ্যমে ইজতেমা সংক্রান্ত যেসব নিয়ম-কানুন বলা হয়েছে সে-গুলি মোতাবেক সকল কায়েদ সাহেবদেরকে পুনরায় স্মরণ করান যাইতেছে।

যাহারা এখনো মজলিসের চাঁদা এবং ইজতেমার চাঁদা পাঠান নাই তাহারা সত্বর চাঁদা পাঠাইবেন। ইজতেমায় বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফালকে অংশ গ্রহণ করাইতে কায়েদ সাহেবান চেষ্টা জারী রাখিবেন।

ইজতেমায় সকল বিভাগীয় জেলা কায়েদ, বর্তমান স্থানীয় কায়েদ এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কায়েদ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে যাহারা কায়েদ অনুমোদন পাইয়াছেন তাহাদেরকে অবশ্যই ইজতেমায় যোগদান করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবী ও বা-বরকত অনুষ্ঠানের জন্য সকলের খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
ন্যাশনাল কায়েদ

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর ঢাকা বিভাগের ৮ম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার ঢাকা বিভাগের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় দারুত তবলীগ ৪নং বকসী বাজারে। ঢাকাসহ, নারায়নগঞ্জ তেজগাঁও ও মীরপুরের লাজনা ও নাসেরাতগণ এতে যোগদান করেন। এছাড়াও বগুড়া ও শাহবাজপুর হইতে আগত লাজনার সদস্যা ও প্রেসিডেন্টগণও অংশ গ্রহণ করেন। মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩২৫ জন। দুইটি অধিবেশনে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯-৩০ মিনিটে এবং শেষ হয় ১-৩০ মিনিটে। তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আহমদীয়া এবং তিনি ইজতেমায়ী দোয়া করান। এবপর হাদিস, মালফুজাত, নযম ও বিশেষ বিশেষ তালিমী বিষয়ের উপরে কতিপয় সারগর্ভ বক্তৃতা করা হয়। সভায় বাংলাদেশ লাজনার ১৯৮১/৮২ সালের (১৯৮১ সালের অক্টোবর হইতে সেপটেম্বর ১৯৮২) বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন বাংলাদেশ লাজনার জেঃ সেক্রেটারী সাহেবা।

বেলা ১২ ঘটিয়া হইতে শুরু হয় নাসেরা তুল আহমদীয়া ও লাজনা এমাউল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত পুস্তিকার পরীক্ষা। নাসেরাতদের মেধা যোগ্যতানুযায়ী ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং পাঠ্য পুস্তক নির্ধারিত হয়। যথা :

(১) গ্রুপ—১ম হইতে ২য় শ্রেণী—রাহে ইমান পুস্তক ১ম ভাগ
(২) ,,—২য় ,, ৫ম শ্রেণী—রাহে ইমান পুরা বই।
(৩) ,,—৬ষ্ঠ ,, ৮ম ,,—ইসলামী ইবাদত ১ম খণ্ড ও দীনি মালুমাত
(৪) ''—৯ম ও ১০ম শ্রেণী—ইসলামী ইবাদত ২য় খণ্ড ও দীনি মালুজাত।

লাজনা এমাউল্লাহর জন্য নির্ধারিত পুস্তক ছিল :

আমাদের শিক্ষা, ঐশী বিকাশ ও হায়াতে তাইয়েবা পুস্তকের প্রথম ১৯০ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বেলা ১-৩০ মিঃ পরীক্ষা নেওয়া শেষ হয়।

১-৩০ মিঃ হইতে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত খাওয়া ও নামাযের জন্য বিরতি থাকে। প্রথমে বা-জামাত জোহর ও আসরের নামায আদায় করা হয়, তারপর পর খাবার পরিবেশন করা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ২-৩০ মিঃ হইতে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ অধিবেশনে প্রথমে নাসেরাতুল আহমদীয়ার তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগীতা, নযম প্রতিযোগীতা ও ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। তেমনিভাবে লাজনা এমাউল্লাহর তেলাওয়াতে কুরআন ও ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগীতা হয়। নাসেরাতের ছোট গ্রুপের (যাহারা এখনো স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার উপযুক্ত হয় নাই) তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগীতা হয়।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লাজনার সদর মিসেস মাসুদাসামাদ সাহেবা এবং ২য় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মিসেস আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবা।

প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শুকরীয়া আদায় করেন সদর সাহেবা বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ। এরপর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাকসুদা রহমান
জে: সেঃ, বাঃ লাজনা এমাউল্লাহ।

ভুল-সংশোধন

পাঠক-পাঠিকার খেদমতে সবিনয় অনুরোধ, নিম্ন বর্ণিত ভুল শংশোধনী অনুযায়ী পাক্ষিক 'আহমদী'-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর ৮৩ইং তারিখের সংখ্যায় অনুগ্রহপূর্বক নিজেদের কপিগুলিতে সংশোধন করিয়া লইবেন :

পৃ :	লাইন	ভুল	সংশোধন
১১	৯	হুজুমত	হুকুমত
,,	২৮	অন্তুষ্ট	সন্তুষ্টি
৬	৭	শেদ-প্রেম	দেশ-প্রেম
১৪	২	২২শে শুফা	১২ই জুলুর
,,	২	২২শে জুলাই	১২ই আগষ্ট
২৪	১৪	নয়	নাই
২৫	২৬	পুণ্যবতীকে	পুণ্যবতী

দুরপ্রাচ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

সিডনীতে মসজিদ ও মিশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ঃ

ফিজির নান্দী শহরস্থিত মসজিদে-আকসায় হুজুরের ঈদুল-আজহার নামায আদায় এবং খোৎবা প্রদান ঃ

বিশ্ব-জামাতের নামে "ঈদ মোবারক" ঃ

নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় মেয়র, পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ ও হিন্দু নেতাদের যোগদান এবং হুজুরের সম্মাননায় শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন ঃ

বিশ্বজামাত আহমদীয়ার প্রধান সৈয়াদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কাফিলাসহ দুরপ্রাচ্যের তবলীগি ও তরবিয়তী সফরের উদ্দেশ্যে বিগত ৮ই সেপটেম্বর '৮৩ইং রোজ বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে বিমান যোগে করাচী হইতে রওয়ানা হইয়া প্রথম সিঙ্গাপুর পৌঁছেন। সেখানে স্থানীয় জামাত ব্যতীত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ—যথা সাবাহ, মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়া হইতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহমদী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সিঙ্গাপুরে হুজুর ৯ই সেপটেম্বর জুমার নামায পড়ান এবং গুরুত্বপূর্ণ ও ঈমান উদ্দীপক খোৎবা ইরশাদ করেন। উল্লিখিত কয়েকটি দেশের মজলিসে আমেলার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শোরায় হুজুর (আইঃ) অত্র অঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাবলী দুরীকরণ এবং ভবিষ্যতে ইসলামের উন্নতি ও প্রচার-কার্য ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী দান করেন এবং হুজুরের সম্মানে আয়োজিত সভায় ও মজলিসে-ইরফানে তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ এবং অমূল্য রুহানী ও তরবিয়তী জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা সকলের আত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করেন। তাঁহারা সকলে হুজুরের পবিত্র হস্তে 'তাজদীদে বয়েত' করিয়া নবজীবনে উজ্জীবিত হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন।

ফিজিতে শুভাগমন ঃ

১৬ই সেপটেম্বর সিঙ্গাপুর হইতে হুজুর (আইঃ) ফিজি আইল্যাণ্ড পৌঁছেন। ফিজির নান্দি শহরস্থ বিমান-বন্দরে ফিজির শত শত আহমদী সমবেত হইয়া হুজুরকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নান্দিশহরের মেয়র স্বয়ং হুজুরের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিজিতে হুজুরের শুভাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শহরবাসীদের পক্ষ হইতে হুজুরকে 'খোশ আমদেদ' জানান। অতঃপর হুজুর বিমান বন্দরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

ফিজি হইতে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) নিখিল বিশ্ব-জামাত আহমদীয়ার সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' এবং 'ঈদ মোবারক" জ্ঞাপন করেন এবং ১০ই জিল-হজ্ব ১৪০৩ হিজরী (১৭ই সেপটেম্বর ১৯৮৩ইং) তারিখে ফিজির নান্দী শহরস্থিত মসজিদে-আকসায় ঈদুল-আজহার নামাজ পড়ান এবং মর্মস্পর্শী খোৎবা প্রদান করেন। নান্দী ব্যতীত শুভা, লটুকা ও বান্দ হইতেও আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঈদের নামাজে শরীক হন, যাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত।

একই দিন অপরাহ্নে হুজুর (আইঃ) 'নান্দী সেবক সেন্টারে' আয়োজিত সভায় ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে পৌঁছিলে শহরের মেয়র হুজুরকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। নাগরীক জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় তিনশত পুরুষ ও মহিলাকে হুজুর তাঁহার সারগর্ভ ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। ভাষণের পর প্রশ্ন-উত্তরের পর্ব শুরু হয়। পুরুষ ও মহিলাগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিয় হুজুরের নিকট হইতে উত্তর লাভ করেন। উক্ত অনুষ্ঠান প্রায় দেড় ঘন্টা কাল স্থায়ী থাকে। আল্লাহতায়ালার ফজলে শহরবাসীদের মধ্যে ইহার অতি উত্তম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

১৮ই সেপটেম্বর অপরাহ্নে হুজুর (আইঃ) নান্দি হইতে বিমান যোগে রাজধানী শুভা নগরীতে পেঁীছেন। সেখানে হুজুরের সম্মানে ফিজি আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করেন। ফিজি জামাতের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল লতিফ মকবুল সাহেব হুজুরের খেদমতে মানপত্র পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুষ্ঠানে ফিজি পার্লামেন্ট সদস্য জনাব বখশী সিং ম্যালকস এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা কে, পি, শর্মা বক্তৃতা করেন এবং ফিজি আইল্যাণ্ডে শুভাগমনে হুজুরকে 'খোশ আমদেদ' জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে হুজুর (আইঃ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষণদান করেন। হুজুরের ভাষণের পর এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

ফিজি হইতে হুজুর (আইঃ) অষ্ট্রেলিয়ার সিড়নী শহরে নির্মিতব্য আহমদীয়া মসজিদ ও ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে গমন করেক এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর ৮৩ইং তারিখে সকাতর দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপেনর পর এক যুগান্তকারী দিকনির্দেশী ভাষন দান করেন। বিস্তারিত সংবাদ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

উল্লেখযোগ্য [illegible] পাঁচ লক্ষ ডলার অর্থ ব্যয়ে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম আহমদীয়া মসজিদটি নির্মিত হইতে চলিয়াছে। উক্ত অংকের ওয়াদা এবং উহার অধিকাংশ নগদ আদায়ের মহাসৌভাগ্যে ভূষিত হইয়াছেন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী।

(দৈনিক আল-ফজল তাং ১২ই—২০শে সেপ্টেম্বর সংখ্যাগুলি হইতে সংকলিত)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar